ফাকা আওয়াজ।

৺যামিনীভূষণ দে প্রণীত।

—•—

শ্রীচন্দ্রশেখর দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রাম শাঙ্খাটিয়া, পোঃ জাহাপুর।

জেলা—[illegible]পুর।

প্রাপ্তিস্থান ঐ।

১ম সংস্করণ।

১৩৩০ বাং, পৌষ।

ঢাকা—পাটুয়াটুলি, সখা প্রেসে—

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

প্রকাশকের নিবেদন।

আমার একমাত্র পুত্র ৺যামিনীভূষণ দে, ছয়খানা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, তেইশ বৎসর বয়স পূর্ণ না হইতেই, বিধাতার ডাকে, হাসিমুখে, তাঁহারই চরণোদ্দেশে, গত কার্ত্তিক মাসে, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছে। রোগ-শয্যায় পড়িয়া, সে এক দিন আমাকে কাতর-কণ্ঠে বলিয়াছিল, "বাবা, আমি মরিয়া গেলে, আমার বহিগুলির কি হইবে?" তাহার কথাকয়টি এখনো আমার কানে বীণার করুণ ঝঙ্কারের মত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাহার প্রশ্নের উত্তর দিবার মত শক্তি তখন আমাতে ছিল না, কিন্তু তাহার রচিত পুস্তকগুলি—তাহার প্রাণাদপি প্রিয় বস্তুগুলি, গৃহ কোণে পড়িয়া থাকিয়া অযথা পচিয়া না যায়,—ইহাই যে তাহার প্রাণের আবেদন ছিল, আমি তখনই ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু দরিদ্র আমি, তাই এতদিন তাহার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সক্ষম হই নাই। সম্প্রতি আমার প্রিয় ছাত্র-বন্ধুগণের ও অন্যান্য সহৃদয় সুহৃদগণের উৎসাহে ও আনুকূল্যে "ফাকা আওয়াজ" নামক এই ক্ষুদ্র সময়োপযোগী উপন্যাসখানা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম।

মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বে গ্রন্থকার স্বয়ং কলিকাতা যাইয়া, তত্রত্য একজন খ্যাতনামা প্রবীন সাহিত্যিক ও সম্পাদক মহাশয়কে এই বহিখানা দেখাইলে পর, তিনি দয়া করিয়া, [illegible]

আত্তন্ত পাঠ করত, ইহার ভাষা ও প্লট অতি সুন্দর হইয়াছে বলিয়া ও দু'একটি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়া, তাহাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ইহা সমাদৃত হইলে, অন্যান্য উপন্যাসগুলিও ক্রমে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ইতি—

গাঙ্গটীয়া।
ভাদ, ১৩৩৩ সন।

বিনীত নিবেদক—
শ্রীচন্দ্রশেখর দে
এঃ শিক্ষক, জাহাপুর কে, কে, একাডেমী,
ত্রিপুরা।

ফাকা আওয়াজ।

১ম পরিচ্ছেদ।

বিভূতিভূষণ যে দিন চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়া পথের লোককে বড় সম্বন্ধটা ধরিয়া ডাক দিতে শিখিল, সেদিন হইতে আর দুর্গাদাসকে পায় কে ? ছেলের মুখের মধুর কথা শুনিয়া আনন্দে তাহার ভিতরকার নিরানন্দ জিনিসটা হরিসংকীর্ত্তনের বাবাজিদের মতই দুহাত তুলিয়া নাচিয়া উঠিল।

ব্যাধ-বাণ-বিদ্ধা হরিণী যেমন কাতর-নয়নে নবপ্রসূত শাবকের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া যায়, রামমণিও বিভূতিকে প্রসব করিয়াই, এমনিভাবে সংসার হইতে প্রস্থান করিয়াছিল; তাই আজ দুর্গাদাস দাস একা একাই এত বড় সুখটা উপভোগ করিল—মনের মত দোসর খুঁজিয়া পাইল না।

বিভূতিভূষণ অতি বড় দুর্ভাগ্য লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,—মায়ের বুকের দুধ দুটানও খাইতে পারিল না, মা মুখ ফিরাইল, উপরন্তু বাবার বুকেও বেশী দিন স্থান পাইল না,—সেও বিমুখ হইল।

গলায় দড়ি বাঁধিয়া যমকিঙ্করেরা অনেক দিন হইতেই দুর্গাদাসকে টানিতেছিল কিন্তু সে এটা ওটা ধরিয়া রহিয়া রহিয়া যাইতেছিল,—দেড় বৎসর ব্যামোতে ভুগিয়া একদিন অপরাহ্নে দাস মশাই কবিরাজের অপযশ ঘোষণা করিল। চিরবিদায় নেওয়ার মিনিট পাঁচ ছয় আগে কবিরাজ মশায় একটা কস্তুরি ভৈরব বটিকা সেবন করাইয়াছিলেন, তাহার ফলে সে অগ্রজ শ্যামদাসকে ডাকিয়া তাহার নগদ সম্পত্তি বিভূতিকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল,—"বিভূতি বড় অভাগা, তাকে লেখা পড়া শিখিয়ে মানুষ করো তোমার হাতে তাকে দিয়ে গেলাম ; বাপমার স্নেহ সে পায়নি, তুমি একা তার সে অভাব পূর্ণ করো। সে বড় আদরের, তার গায়ে ফুলের ঘা দিয়োনা, তাহলে আমি সেখানে থেকেও সইতে পারব না। শাসন করতে হয় মুখে করো,—হাতে কখনো করোনা।"

শ্যামদাস এতক্ষণ নীরবে শুনিয়া যাইতেছিল, প্রত্যুত্তরে কি বলিতে যাইয়া শুধু হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দুর্গাদাসের পেছনে পেছনে দীর্ঘ সাত বৎসর চলিয়া গিয়াছে পাঁচ বছরের বিভূতি এখন তের বছরে পা দিয়াছে।

শ্যামদাসের বয়স এখন দুইকুড়ি পনর ; চুল সাদা, গোঁপ তদাকার কিন্তু এই সাদার মাঝে মাঝে এখনো দু একটি কালচুল লুকাইয়া আছে, আর বেশীদিন থাকিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। গোটা দুই দাঁত মাত্র এখনো নির্লজ্জের মত এককোণে

[illegible]

কিন্তু বুড়ার চোখে মুখে আজকাল একটা আনন্দের দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বিশেষ একটু কারণও ছিল,—তাহার নিজের এক ছেলে আছে, চণ্ডীর অনেক আরাধনা করিয়া চণ্ডীর প্রসাদস্বরূপ পুত্র পাইয়া চণ্ডীচরণ নাম রাখিয়াছে; কিন্তু শ্যাম-দাস পুত্রকে মানুষ করিতে হার মানিল। চণ্ডীচরণ শাসনের বেড়া ডিঙ্গাইয়া দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল; পুত্রকে দশের এক করিতে না পারিয়া শ্যামদাসের গণা দিনগুলা বড় দুঃখেই কাটিতেছিল।

যশোদার কৃষ্ণপ্রাপ্তির মত হঠাৎ পরের ছেলেকে কোলে পাইয়া সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল; নিজের ছেলেকে মানুষ করিতে পারে নাই, এইবার পরের ছেলেকে মানুষ করিয়া জগতের সম্মুখে আদর্শরূপে দাঁড় করাইতে পারিবে ইহাই তাহার একমাত্র আশা। ভাইএর অন্তিম অনুরোধ সর্ব্বক্ষণ তাহার কানের কাছে ধ্বনিত হইত—"তাকে মানুষ করিতে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।"

চণ্ডীচরণ এতটুকু বয়সেই মা সরস্বতীর সাথে ঝগড়া করিয়া পণ্ডিত মশাইর স্বর্গপ্রাপ্তি ও পাঠশালার নিপাত কামনা করিতে করিতে,—পথের ধূলি উড়াইয়া বড় বাড়ীর প্যায়াদার মতই বুক ফুলাইয়া বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিল; পিতার মুখের ঝড়ঝাপ্‌টা সহিয়াও সেই অবধি সে বাড়ীতেই রহিয়া গেল। চণ্ডীচরণ বিষম একগুঁয়ে ছিল, যাহা তাহার খেয়াল হইত তাহা না করিয়া ছাড়িত না; তাহার বুকের সমুখে দাঁড়াইবার মত লোক এ অঞ্চলে বড় একটা ছিল না, গায়ে তাঁহার এম্নি অসাধারণ জোর

ছিল। কাহারো মুঠার মধ্যে বাস করিতে সে আদৌ পছন্দ করিত না, বন্যার জলের মত যে দিক ইচ্ছা সে দিক দিয়াই মার মার করিয়া চলিয়া যাইত।

এই গায়ের জোরের জন্যই যে শুধু সকলে তাহাকে খাতির করিত তাহা নহে ; দু' একটি গুণও তাহার ছিল। আশে পাশে মহামারি লাগিলে চণ্ডীচরণের ডাক পড়িত, তাহার অভাবে হরিসংকীর্ত্তন বড় একটা জমিত না। ভাগ্নের অখন তখন মামাকে খবর দিতে সে ভিন্ন আর কেহ এই দুপুর রেতে দু মাইলের পথ হাটিয়া যাইতে চাহিত না, এমন কি তাহার ভয়ে গ্রামে চুরি পর্য্যন্ত হইত না। বামুন দেখিলে সে গড় হইয়া প্রণাম করিত, তাহারাও মনে মনে হাত জোড় করিয়া তাহার গুণগুলাকে নমস্কার করিত। বামুন না হইলেও বামুনত্ব জিনিসটা তাহার ভিতর অপর্য্যাপ্তরূপেই ছিল ; কিন্তু যেদিন বামুনরা দেখিল যে চণ্ডীচরণ তাঁহাদের উপরও চাল চালিতে সুরু করিয়াছে, সেদিন হইতেই তাঁহারা বেকিয়া দাঁড়াইল।

*   *   *   *   *   *

শ্যামদাস তখনো পাড়া বেড়াইয়া আসে নাই, চণ্ডীচরণ দাওয়ায় বসিয়া পৈতৃক হুকাটা ঘন ঘন টানিতেছিল আর মুখ বিকৃত করিয়া ইঞ্জিনের ধূয়া ছাড়িতেছিল, এমন সময় ওপাড়ার রামঠাকুর—আসিয়া বলিলেন—"চণ্ডি, শ্যাম খুড়ো কোথারে ?" চণ্ডীচরণ সংক্ষেপে জবাব দিয়া পিড়িটা টানিয়া বসিয়া চৌকিটা ছাড়িয়া দিল। রামঠাকুর বসিয়া পড়িয়াই একটা লম্বা রকমের

নিশ্বাস ফেলিয়া সুরু করিলেন, "হ্যাঁ বুড়ো হলেও খুড়োর আক্কেল পছন্দ কত সরেস! সেকালের লোক কি না—" তারপর উঠানের যে কোণে একটি বেলগাছ গোটা কয়েক পাঁকা বেল বুকে লইয়া করুণ মধুর হাসিতেছিল, সেই কোণের দিকে বাহাত-খানা ঈষৎ বাড়াইয়া বলিলেন,—"বলি, কেমন বুদ্ধি ক'রে লাগিয়েছিলেন ও বেলগাছটা উঠানের উপর। সময়ে অসময়ে বাড়ীতে থাকেন না, ছেলে—পিলেরা চুরি চামাঁরী ক'রে নিয়ে যেতে পারে," তারপর নিজের কথায় নিজেই খানিকটা হাসিয়া বলিলেন—," হ্যাঁ হাঁ হ্যাঁ বাছাধনদের কেবল কাকের মত চেয়ে থাকাই সার হ'বে,—একেবারে মেয়েদেরও চোখের উপর।"

চণ্ডিচরণ কিন্তু একটিবারও চোখ তুলিয়া চাহিল না, হুকাটায় সজোরে গোটা দুই টান দিয়া, নূতন করিয়া সাজাইতে লাগিল।

রামঠাকুর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,"—ও বেলগুলো বোধ হয় পশ্চিমে বেলের জাত, কেমন হে ভায়া? আমাদের ভারতবর্ষেতো—কিন্তু যাই বল খেতে ভাল; যেম্নি সুস্বাদু তেম্নি আবার উপকারক; পেটের ব্যামোতে একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। পেট টিপিয়া একটু আস্তে আস্তে বলিলেন," আজ দুদিন যাবৎ মাঠ মুখো হচ্ছি না; পায়খানা একদম বন্ধ। তারপর চারিদিক হইতে চোখ ঘুরাইয়া আনিয়া বলিলেন," নাঃ খুড়োতো এলেন না, দুটো বেলের জন্যে।

• চণ্ডিচরণ এতক্ষণ নীরব ছিল, এখন কি বলিতে একটু হা

করিতেই রামঠাকুর ব্যস্তে নড়িয়া চড়িয়া সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া বসিলেন।

চণ্ডীচরণ আগের কথাটার জবাব দিল, বলিল—"ওই যে বল্লেন ছেলেপিলের কথা, তা তারা এ গাছের বেল যথেষ্টই খায়; বাবা তাদের তৃপ্তি মত খেতে দেন, নষ্ট করতে দেন না। গাছের ফল নষ্ট করতে দেখ্‌লে প্রাণে বড় লাগে,—খাওয়ার যোগ্য হলে সবাইকে তিঁনি আপন হাতে বিলিয়ে দেন।"

রামঠাকুর চৌকিটা একটু, আগাইয়া আনিয়া উচ্চহাস্যে বলিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ খুড়োর মত মানুষ কি আজকাল দুটো আছে, তা কি একগায়ে থেকেও জানি না ভায়া! ছেলেবেলায় এ গাছের বেল এ পেটে কত হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ তার কি কোন হিসেব নিকেশ আছে?" তার পরমুহূর্ত্তে মুখের উপর একটা গাম্ভীর্য্যের ঘন ছায়া টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—"বুকের পাটা ছিল বটে তোমার ঠাকুরদাদার! বামুনকে দান ধ্যান করাতো তার একরকম নিত্যিকার কাজই ছিল; ফল ফলারিটা বছরকার প্রথমে বামুনের পাতে না তুলে দিয়েতো তিনি কোনদিন খান্‌নি। তুমি তাকে চোখে দেখনি বটে, আমরা দেখেছি—চেহারাইতে তার আলাদা ছিল।" তারপর চৌকিটা একেবারে চণ্ডীচরণের বুকের কাছে আগাইয়া আনিয়া ফিস ফিস করিয়া বলিলেন, "বলতে কি পাঁজি ছিল দুর্গাদাস খুড়ো; এমন "জাহাবান্দের জাহাবান্দ" চণ্ডীচরণ বাধা দিয়া বিনীতস্বরে বলিল, "থাক্ থাক্, উনি ম'রে স্বর্গে গেছেন। "রাম ঠাকুর একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া

বলিলেন, "স্বর্গে! স্বর্গে! হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ" চণ্ডীচরণের ভিতরটা রাগে জ্বলিতেছিল, সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। রামঠাকুর তথাপি বলিতে লাগিলেন, "স্বর্গে যাওয়াতো দূরের কথা নরকে ঠাঁই হলে'ও——

চণ্ডীচরণ মুহূর্ত্তে বারুদের মত গর্জ্জিয়া উঠিল। মেঘের অকস্মাৎ ভীষণ গর্জ্জনে মাঠ মধ্যস্থিত পথিকের মত রামঠাকুর কাঁপিয়া চমকিয়া উঠিলেন। হাতের কল্কি ছুড়িয়া ফেলিয়া চণ্ডীচরণ লাফাইয়া উঠিয়া মেঘমন্দ্রস্বরে বলিল,—"বেরোও ঠাকুর আমার বাড়ী থেকে"। রাম ঠাকুর চণ্ডীচরণকে সবিশেষ চিনিতেন, কথায় কথা কহিলেন না, দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রাগিলে চণ্ডীচরণের কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না, তেমিভাবে গর্জ্জিয়া বলিল,—"হা ক'রে দাঁড়িয়ে রৈলে কেন? বেরোও এই মুহূর্ত্তে।"

বেলের পরিবর্ত্তে আর কিছু পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া রামঠাকুর এক পা দুই পা করিয়া পিছাইতে লাগিলেন।

নিজের উঠানে পা দিয়াই রাম ঠাকুর একবার মরাকান্না জুড়িয়া দিলেন,—"ওরে তোরা কইরে, হায় হায়!! "বুড়া মা ঠাকুর পূজা করিতেছিলেন পুত্রের চীৎকার শুনিয়া এক অতি ভীষণ চীৎকার সঙ্গে করিয়া উঠানে ঝাপাইয়া পড়িলেন। রাগরাগিণী রাম ঠাকুরের মত ছিল, পদ যোগানোর শক্তিটা তত ছিল না—উঠানে উপুর হইয়া পড়িয়া মোটাগলায় চিরকেলের দুঃখ জ্ঞাপক শব্দটা একটু নূতন ভঙ্গীতে বার বার বলিতে লাগিল, —"ওঃ হোঃ হোঃ হায় হায়!"

মা ঘটনা জানিতেন না, একটা ঝঞ্ঝার মত উঠানময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন,—মুখে একই শব্দ, "ওহো বাবা রামরে হায় হায়!" তাঁহার চীৎকার শুনিয়া পাড়ার লোক আসিয়া জড় হইল। পাশের বাড়ীর বগলা দিদি নিরামিষ রান্না রাঁধিতেছিল, চেঁচাইয়া বলিল,—"সুক্ষু, আস্‌ত মা দেখে আসি রাম ঠাকুরটা কি ব্যামোতে হঠাৎ মারা গেল! ছোটবেলা তোকে বড় যত্ন আত্তির কর্‌তলো,—স্বপ্নেও তো ভাবি নাই,—বুঝি সেই সর্ব্বনেশে ডাকা'তে ব্যামোটা—" হাতের খস্তা হাতেই রহিল, সুক্ষুকে লইয়া বগলা দিদি—রাম ঠাকুরকে শেষ দেখা দেখিতে ছুটিয়া আসিল।

সমাজপতিদের মধ্যে বিশু ঠাকুর আর চন্দ্রকুমার আসিয়াছিলেন; চন্দ্রকুমার আগাইয়া আসিয়া রাম ঠাকুরের মাথায় হাত দিয়া বলিল,—"কি হয়েছে রামচন্দর?"

রাম ঠাকুর কোন জবাব দিল না, অভিমানিনী স্ত্রীলোকের মত ফুঁসিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহারা শেষে তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ব্যাপার কি? কাঁদছে কেন ও?"

মার বুক যেন আরও খানিকটা ফাটিয়া গেল! পঞ্চম স্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন,—"কি জানি বাবারে, আমিতো এখনো শুনিনি।"

চন্দ্রকুমার জোর করিয়া রামচন্দ্রকে ধরিয়া বসাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই পারিল না,—"তুলিলে ধরিয়া পড়েছে হেলিয়া সোনার গৌরাঙ্গ চাঁদ হে।" অনেকক্ষণ পর নিজেই কিছুটা শান্ত

হইয়া চন্দ্রকুমারের গলা জড়াইয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"চন্দর দা—

সকল শুনিয়া চণ্ডীচরণের প্রতি সকলেই ক্ষেপিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বিশু ঠাকুর চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"প্রশ্রয় দিলে ছোট লোকেরা ঘাড় চেপে বসে, এ ত শাস্ত্রের কথা ; তাকি আর মিথ্যে হবার যো আছে ? তাকে যদি আচ্ছা শিক্ষে না দেই, তবে আমি বাপের কুপুত্র।"

চন্দ্রকান্ত মেয়েলি কণ্ঠে চিঁ চিঁ করিয়া কহিল,—"শাস্ত্রেইত আছে,—মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতীঃ সমাঃ, যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকিমবধীঃ কাম মোহিতং।"

বিশু ঠাকুর উৎফুল্লচিত্তে শেষটুকু টানিয়া আনিয়া বলিলেন,—"কামমোহিতং," এত শাস্ত্রেরই কথা ; বেদবাক্য। মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং—মানীগণকে সাধিয়া যে প্রতিষ্ঠা না করে, ত্বমগম শাশ্বতীঃ সমাঃ—পর জন্মে সে শশক সম হয়।" তারপর একটু ঢোক গিলিয়া ডান হাতটা একটু বেশী করিয়া নাড়িয়া মুখ ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—"যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনা দেহি—যেখানে ক্রোধ এবং মিথ্যা দেখ্‌বে, সেস্থান কি করবে ? না,—একং অবধি একমবধি কামমোহিতং—এই গে তোমার এই গে—"

জনতার মধ্য হইতে কোন অশিষ্ট বলিয়া উঠিল—"সেস্থানের কাজ কারবার ত্যাগ করিবে।"

বাহাদুর তবলচি তাহার তবলে সম্ দিবার বেলায়—মাথাটা যেমন করিয়া একবার ঝাকানি দেন, বিশু ঠাকুরও তাহার

সুগোল সুডৌল মস্তকটাকে সেই ভাবে একবার ঝাকানি দিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, কাজ কারবার ত্যাগ করবে।" রাম ঠাকুর তখনো কাঁদিতেছিল, চন্দ্রকুমার সান্ত্বনা দিয়া বলিল,—"কেঁদনাহে বাবাজি, শাস্তরে আছে, যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্ম্মা; কেঁদনা।

এমন সময় সকলেই সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল যে চণ্ডীচরণ আসিতেছে। বিশু ঠাকুর দূর হইতেই তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, বলিলেন—"নাঃ চানের বেলা হলো, যাই এখন।" দুইপা যাইতেই রাম ঠাকুরের মা আসিয়া কাপড় ধরিল,—আর তাঁহার যাওয়া হইল না।

সকলেই ভাবিল ব্যাপার বড় ঘোরতর দাঁড়াইবে, হয়ত চণ্ডীচরণ সকল শুনিতে পাইয়াছে। বিশু ঠাকুরেরও বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল —সেই তো এতক্ষণ হাক ডাক করিয়াছে।

মাপের ঝুড়িটা উঠানে নামাইয়া চণ্ডীচরণ বলিল—"নাও ঠাকুর, গুটিকয়েক বেল এনেছি।"

রাগে রাম ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, গর্জ্জিয়া বলিল—"বেরো আমার বাড়ী থেকে ছোট্ট লোক?"

বিনীত কণ্ঠে চণ্ডীচরণ বলিল,—"রাগ করোনা ঠাকুর, রেখে দাও ও গুলো, আমার ঝুড়িটা আমায় ছেড়ে দাও।"

রাম ঠাকুর একলম্ফে উঠিয়া আসিয়া ঝুড়িটায় একটা প্রচণ্ড লাথি মারিল, ফলে বেলগুলা উঠানে গড়াইতে লাগিল। চণ্ডীচরণ ধীরে ধীরে সবগুলি আবার কুড়াইয়া ঝুড়িতে তুলিল, শান্ত ভাবে

বলিল,—"অন্যায় ক'রে থাকি আমায় দুটো লাথি মার, গুগুলোতে কিছু করেনি।"

রাম ঠাকুর গর্জ্জিয়া আবার লাথি মারিতে আসিল কিন্তু পারিল না; মুহূর্ত্তে চণ্ডীচরণ তাহার শক্ত হাতে পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া করুণ কণ্ঠে কহিল,—"বড় কষ্ট ক'রে এনেছি ঠাকুর, গাছ হ'তে প'ড়ে হাতটা ভেঙ্গে গেছে,—এই দেখ।"

এতক্ষণ কেহই লক্ষ্য করে নাই. এখন সকলেই দেখিল, বা হাতটা বড় ফুলিয়া গিয়াছে। রাম ঠাকুর চেঁচাইয়া উঠিল,—"মনে করেছিলি বামুনের মুখের আগুণ বুঝি একবারে নিভে গেছে ব্যাটা ছোট লোক!"

শূন্য ঝুড়ি লইয়া চণ্ডীচরণ চলিয়া গেলে পর ভাল করিয়া একবার ওদিকে চাহিয়া লইয়া, ঠোটের কোণে একটু গর্ব্বের হাসি মাখাইয়া বিশু ঠাকুর বলিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ কানে বুঝি গ্যাছে যে বিশু ঠাকুর বেঁকে দাঁড়িয়েছে,—আর অম্নি তাড়াতাড়ি এক ঝুড়ি বেল নিয়ে পায়ে লুটোপুটী,—আরে আরে ঐ দেখিছে—" ইত্যবসরে রাম ঠাকুর বেল গুলা আর একটা ঝুড়ি বোঝাই করিয়া ঘরে নিতেছিল, চৌকাঠ ডিঙ্গাইতেই বিশু ঠাকুর ডাকিলেন দেখি দেখি বাবাজি, সকাল বেলায় খুকীটা পেট ব্যথায় চেঁচাচ্ছিল—'

রামঠাকুর আগাইয়া আসিয়া বলিল,—"আমিও কেমন ক্যায়দা করেছিলাম, দেখুন দেখি। ঝুড়ি ছেড়ে দিতে যখন ও বললে,—[illegible]

ইঙ্গিত বুঝবে কোত্থেকে ! আহা আহা একি একি” সঙ্গে সঙ্গে মা-ও থন্ থন্ করিয়া উঠিলেন ; বিশু ঠাকুর বাছা বাছা চারটা বেল লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, একটা ফিরাইয়া দিয়া—একটু সলজ্জ হাসিতে বলিলেন,—“তোমার ঠানদিদিরও অম্লপিত্ত কি না তাই——”

* * * *

শ্যামদাসও তাহার জীর্ণ তরীখানি আর বেশীদিন বাহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে কালের সাগরে ডুবিয়া গেল ; কিন্তু শেষ নিশ্বাসটি পর্য্যন্ত ভাইএর অন্তিম অনুরোধ সে ভুলে নাই, এই গচ্ছিত ধনকে পুত্রের হাতে সপিয়া দিয়া বলিল, “বাবা, একে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম ; তাকে মুখে শাসন করো, হাতে করো না, বাপ মায়ের স্নেহ যেন সে শুধু তোমা হ'তে পায়। তার কাজ করা হলেই পিতার কাজ করা হবে তা মনে রেখো।”

দুচোখ দিয়া চণ্ডীচরণের টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, বলিল, “আমার যথাসাধ্য আমি করব।” পুত্রের এই অশ্রুসিক্ত কথাটুকু হইতে মস্তবড় একটা বিশ্বাস টানিয়া লইয়া শ্যাম দাস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

* * * *

চণ্ডীচরণ বিভূতিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত কিন্তু ভালবাসাটুকু গোপন রাখিয়া তাহাকে মানুষ করিতে শাসন করিত ; বলা বাহুল্য শাসনটুকু মুখেই হইত, হাতে নয়। বয়সে যতটা না

হৌক, দুষ্টামিতে বিভূতি বড় সেয়ানা হইয়া উঠিল ; চণ্ডীচরণ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে, সে মনে মনে বলিত,—"ভুলো ভূতো মিথ্যে বলেনি, ও সব দাদার ফাকা আওয়াজ !!"

সন্ধ্যা হয় হয় ; বিভূতি সবে মাত্র খড়ম পায়ে দিয়া ঘাট হইতে পারে উঠিয়া পায়ের গোড়ালিতে যে এতটুকু কাঁদা নজর এড়াইয়া নির্লজ্জের মত রহিয়া গিয়াছে তাহা বৃক্ষপত্রে মুছিয়া ফেলিবে না আবার কষ্ট করিয়া ঘাট হইতে ধুইয়া আসিবে,—তাহাই ইতস্ততঃ করিতেছিল,—এমন সময় ঘরের কোণে একটা চাপা কাশির শব্দ হইল ! মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল ঘরের কোণে একদল ছেলে আসিয়া জড় হইয়াছে। দলের মধ্য হইতে ভুলো হাত নাড়িয়া ঈঙ্গিত করিল বিভূতি কাছে আসিল ; তারপর কিছুক্ষণ ফিস্ ফিস্ করিয়া কি তাহারা বলিল, বিভূতি ঘরের কোণে খড়ম রাখিয়া একেবারে রান্নাঘরে জ্যাঠাই মার কাছে আসিয়া হাজির হইল ; বায়স্কোপের ছবির মত মাথা আর হাত নাড়িয়া ঈঙ্গিতে সঙ্কেতে কি একটা গুরু বিষয় জ্যাঠাই মাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইল। জ্যাঠাই মা হাত ধুইয়া বড় ঘরে ঢুকিলে, পা টিপিয়া বিভূতি সঙ্গীদের কাছে আসিল ; তারপর তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ওদিকে একটু আগাইয়া চৌকাঠের ফাকে নাক জাগাইয়া রাখিল।

মার কথা শুনিয়া চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"বল কি মা, একরত্তি ছেলে যাবে অতটা পথ হেটে যাত্রা দেখতে। তা

কখোনো হবে না, তুমি স্পষ্ট বলে দাওগে, যাও। চণ্ডীচরণের মনে হইল নিশ্চয় সে আড়ালে লুকাইয়া এই সব শুনিতেছে, সে আর একটু চেঁচাইয়া বলিল "হারামজাদার আস্পর্দ্ধা বেড়েছে, জুতিয়ে যদি লম্বা ক'রে না দেই,—যাও মা তুমি, বল গিয়ে শীঘ্যির।"

বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া সকলেই চণ্ডীচরণের রায়টা শুনিতে ছিল, ভুলো বলিল;—"নারে, তোর দাদা লোহার চেয়েও শক্ত, তুই কিছুতেই যেতে পারবি না, কিন্তু ওটা খুব নামজাদা দল,—নারে ভুতো?" ভুতো সম্মতিসূচক 'হু'টা একটু লম্বা করিয়া উচ্চারণ করিল, তারপর গম্ভীরভাবে বলিল,—"এমনটি আর এদেশে আসে নাই,—কেমন মিষ্টিগলা, আর পোষাক কেমন ঝক্ ঝকে,—নারে কালো, তুইও তো সেবার চাটগায় শুনেছিলি?"

বাড়ী হইতে রওনা হইবার পর হইতেই কালোর পেট ব্যথা করিতেছিল, বিমর্ষমুখে বলিল,—"আমার তত মনে নেই।"

একটু জোর দিয়া ভুতো বলিল,—"তুশ না হোক, এক্শতো হবেই রাজার পোষাকটা; আর রাজ পুত্রেরটা, বাবা, হুঁ, চোখ একবারে ঝল্‌সে যায়।"

বিভূতি হঠাৎ তাহাদের মুখের কাছে হাত আনিয়া বলিল,— "চুপ্ চুপ্, শুনি কি বল্‌ছে।"

মা কি বলিয়াছিলেন, প্রত্যুত্তরে রাগত কণ্ঠে চণ্ডীচরণ বলিল,—বাবা তাকে মানুষ গড়তে আমার হাতে সঁপে দিয়ে [illegible], মানুষ গড়তে নয়।"

মুখ বিকৃতি করিয়া ভুলো কহিল,—"উহুঁ, কিছুতেই না ভূতো বিভূতিকে উঠানের দিকে একটু টানিয়া আনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, —"আরে ওসব তোর দাদার ফাকা আওয়াজ,—চল্‌না এই বেলা সরে পড়ি।" মুহূর্ত্তে বালকের দল তাহাকে লইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

রাত্রিতে আহারের সময় যখন চণ্ডীচরণ বিভূতিকে এদিক ওদিক খুঁজিয়া পাইল না, হাক ডাক করিয়াও কোন সাড়া পাইল না, তখন সে ভীষণ চটিয়া গেল। খাওয়া শেষ করিয়া হুকাটায় গোটা দুই টান দিয়া পাশে ঠেস দিয়া রাখিয়া বলিল,—"দাও মা চারটে মুড়্‌কি আর তার জামাটা; কুষ্মাণ্ডটা না খেয়ে গেছে—এত বড় রাত, ছটফটিয়ে মরবে,—দাওতো পাঁজিকে শিক্ষে দিয়ে আসি, য্যাছা কাম যেন আর না করে।" কাপড়ের খুটে মুড়িগুলি বাঁধিয়া লইয়া জামাটা কাঁধে ফেলিয়া, বাঁশের মোটা লাঠিটা হাতে লইয়া সে হন হন্ করিয়া ছুটিল।

জমিদার বাড়ীর সুবৃহৎ নাটমন্দিরটার যে কোণে বিভূতি স্থানাভাবে জড় সড় হইয়া বসিয়াছিল, গ্যাসের আলোতে দেখিতে পাইয়া চণ্ডীচরণ যাত্রাদলের একটা সংএর মতই আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। গর্জ্জিয়া বলিল,—"উঠে আয়।"

সম্মুখে কুকুর পড়িলে, বিড়াল যেমন রাগে ফুলিতে থাকে, বিভূতিও দাদাকে দেখিয়া রাগে সেইরূপ ফুলিতে লাগিল; নিঃশব্দে ফোস্ ফোস করিতে লাগিল, মুখ ফুটাইয়া কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

বিভূতিকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া চণ্ডীচরণ এক অতি ভীষণ হুঙ্কার করিয়া উঠিল,—"শীঘ্যির উঠে আয় দুষ্টু।"

আশে পাশের দুই চার জন নমুনা দেখিয়াই, আকৃষ্ট হইয়াছিল. এইবার হাক ডাক শুনিয়া—ও যাত্রা ছাড়িয়া এই যাত্রা দেখিতে ঘুরিয়া বসিল। বিভূতিভূষণ ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল ; মুহূর্ত্তে তাহার বাহাতটি শক্ত করিয়া ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিল,—"আয় ওদিকে দুষ্ট," তারপর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল,—"মাথাটা একেবারে গুঁড়িয়ে দেব'খন।"

চণ্ডীচরণ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া একেবারে দীঘির ঘাটলায় লইয়া আসিল ; মুড়ির পুটুলিটা খুলিয়া বলিল,—"খা, শীঘ্যির এগুলো, উপুস ক'রে এসেছে, পিত্তি চড়িয়ে মর্‌তে, বাঁদর কোথাকার।" বিভূতিভূষণ নীরবে আহার্য্য জিনিষগুলি ধ্বংস করিতে লাগিল, চণ্ডীচরণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

খাওয়া শেষ হইলে সার্টখানা তাহার কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল,—'গায়ে দে ওটা ; কে এসেছে—তোর মত এম্নিভাবে! সওাতে সর্দ্দি লেগে শেষে ট্যা ট্যা করে বাড়ী শুদ্ধ জ্বালাতে পারবি।"

বিভূতিভূষণ সার্টখানা ধীরে ধীরে গায়ে দিল,—চণ্ডীচরণ তাহার হাতখানা ধরিয়া পূর্ব্বস্থানে নিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল,—"ঝগড়া ঝাটি করিস্‌নে কারোর সঙ্গে ; এই ভুলো, হেই ভুতো যাবার সময় কিন্তু চেয়ে চিন্তে নিয়ো। আর এই—ইয়ে হচ্ছে,

গান শেষ হবার কিছু আগেই, বুঝলি, বেরিয়ে পড়িস্ ; গোলমাল টোলমালে ভিড়ে টিড়ে—আর এই দেখ চোখে ঘুম এলে ধাক্কা দিয়ে নাড়িয়ে দিয়ো কিন্তু।"

এই বলিয়া চণ্ডীচরণ বাড়ী রওনা হইল, কিন্তু সিংহদরজা হইতেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আর ইয়ে হচ্ছে, এই দেখ বিভো, পেচ্ছাবের জায়গাতো দেখেই এলি, ঘাট্‌লার পূব ধারে,—বেগ হ'লে তাদের কাওকে,—আরে এই এই এই কালো, আরে দাও দাও দাও ধাক্কা দাও ভুতো,—

চোখে ঘুম আসায় কালুচন্দ্র মৃদুমন্দ ঝিমাইতেছিল—ধাক্কা পাইয়া একবারে সেপাইয়ের মত সটান হইয়া বসিল। চণ্ডীচরণ কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া মাঠে আসিয়া গান ধরিল :—

গৌর বিনে এ সংসারে কি আছে আর আপনার।
গৌর করম গৌর ধরম গৌর প্রাণ আমার॥
(একবার এসহে গৌরাঙ্গ।)
(চরণে নুপূর বেঁধে একবার এসহে গৌরাঙ্গ।)
(রুনু ঝুনু বাজাইয়ে একবার এসহে গৌরাঙ্গ।)
এস নদায়াবিহারী, জগতের হরি, গৌরগুণমণি হে
খোল করতালে, হরিনাম গেয়ে, জগত ভাসায়ে দাও হে।
গৌর নামামৃতে রুচি হোক্ সবাকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সম্পত্তির মধ্যে চণ্ডীচরণের ছিল পৌণে দশ বিঘা জমি আর একটা পুরাণো তাঁত। নিজের হাতে সে হাল চাষ করিত, ধান বুনিত, নিজের হাতেই তাহা আবার কাটিয়া ঘরে আনিত। অবসর মত বসিয়া বসিয়া তাঁত চালাইত; এর মধ্যে সে এমন একটা নির্ম্মলানন্দ খুঁজিয়া পাইত যাহা—মানুষের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

* * * *

তখনো ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, কলে বসিয়াই চণ্ডীচরণ তামাকু খাইতেছিল; খড়মের শব্দে আগমন বার্ত্তা জানাইতে জানাইতে এক যুবক একেবারে ঘরের মাঝখানে আসিয়া হাজির হইল। চণ্ডীচরণ নিঃশব্দে আসন দেখাইয়া দিয়া কেমন একরকম দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আগন্তুক বসিয়াই একটু জোর গলায় বলিল—"আমায় চিন্‌তে পারনি চণ্ডীচরণ; আমি বিশু ঠাকুরের ভাগ্নে, নাম অম্বিকা" তারপর একটু থামিয়া স্বরটা একটু নামাইয়া বলিল,—"আর চিনবেই বা কি করে ভায়া, অনেকদিনত এদিকে আসা যাওয়া পড়েনি; সেই লোয়ার ক্লাশে পড়তে একবার এয়েছিলাম আর এবার দুটো পাশ ক'রে এলাম।"

চণ্ডীচরণ কিছুই বলিল না, নীচের দিকে চাহিয়া একমনে হুকাটা টানিতে লাগিল। অম্বিকার রেনিয়ামের পকেটে একটা

খদ্দরের রুমাল ছিল; বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—"স্বদেশের কাজ বটে ওটা,—ক্ষেত করা আর কাপড় বুনা! তা তুমি দুটোই আক্‌ড়ে ধরেছ; আচ্ছা, ঐটার কি নাম? ওটা দিয়ে কি করা হয়?" তারপর একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া নিজেই বলিল, "ষ্ট্রেইঞ্জ আশ্চর্য্য বটে ভাব্‌তে গেলে! আরে আমাদের দেশের লোকত সব ডাল হেডেড্, মাথার মত মাথা বটে ইংলিশম্যানদের—একেবারে পিওর মগজভরা। এই দেখ না সমুখেইতো ভিভিড্—একজাম্‌পল্ রয়েছে—দুগাছ সূতো জুঁড়ে দিচ্ছ পলক ফেল্‌তে কেমন সুন্দর কাপড় তৈরী হ'য়ে যাচ্ছে।"

চণ্ডীচরণ গম্ভীর ভাবে বলিল, "এ কল্‌তো তারা তৈরী করেনি, আমার বাবার হাতের কল ওটা।"

অম্বিকা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "তা, তা সূতোটাতো তাদের তৈরী; ধরনা সামান্য তূলো বইত নয়, তাহ'তে এমন সব আকারে——বাধা দিয়া চণ্ডীচরণ বলিল,—"এ যে চড়কার সূতো, মা তৈরী কচ্ছেন"।

সলজ্জ কণ্ঠে অম্বিকা বলিল, "তা তাই হবে, আমার একবার সন্দেহ হয়েছিল! আমাদের গ্রামেও,—অনেকগুলো তাঁতী-বাড়ী আছে, কিন্তু পা পর্য্যন্ত বাড়াইনি ওদের বাড়ীতে। বংশটা একটু বেশী রকমের উঁচু কি না বুঝলে না ভায়া, তাই—আমি কেন, আমার এল্‌ডার ব্রাদার পর্য্যন্ত যায় না।"

ইংরাজী বুলি শুনিয়া তূষানলের মত চণ্ডীচরণের ভিতরটা

ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল, এইবার ধা ধা করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; দেহের সমস্ত শক্তিতে ক্রোধটা সংযত করিয়া, চণ্ডীচরণ নিঃশব্দে হুকাটা বাড়াইয়া ধরিল; অম্বিকা নিজের হাতে টানিয়া লইয়া দেখিল জলভরা। এইক্ষণ এই ভড়র ভড়র শব্দ লক্ষ্য ক'রে নাই, যাহা হৌক, একটা—ছোটলোকের সাহস দেখিয়া কুলীন ব্রাহ্মণ যুবকটি বড় চটিয়া উঠিল; তীব্রস্বরে বলিল—"এ কি, জলভরা হুকাটা যে বামুনের হাতে দিলে?"

সহজ শান্ত স্বরে চণ্ডীচরণ উত্তর করিল,—"চমৎকাবার কিছু নেই, খাও"।

অম্বিকা তাহাকে তত ভলাইয়া জানিত না, ঠাট্টা করিতেছে ভাবিয়া তেলে বাগুণে জ্বলিয়া উঠিল—"এত আস্পর্দ্ধা তোর ব্যাটা চাষা!"

চণ্ডীচরণ এতক্ষণ নত ছিল, চোখ তুলিয়া ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিল, গম্ভীর স্বরে কহিল,—"দেখ, আমি ছোটলোক আছি,—আছি; গালাগাল দিয়ে তুমি ছোটলোক সেজনা।"

অম্বিকা ভীষণ চেঁচাইয়া উঠিল—"জলের হুকাটা কোন্ সাহসে বামুনের হাতে তুলে দিলিরে ব্যাটা বজ্জাত?"

নম্র অথচ দৃঢ়স্বরে চণ্ডীচরণ কহিল, "সে সাহস আমার বুকে তুমিই ঢেলে দিয়েছ। বামুন তুমি—বামুনের গর্ব্ব গৌরব বোল আনা বজায় রাখতে ব্যস্ত তুমি,—দুনিয়ার পেন্নামের দাবী রাখ তুমি,—বামুনের বেশ তোমার কই? মাথে তোমার টিকি নাই কেন? ওটি রাখতে লজ্জা করে, বামুন ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করে না?"

ডুটো পাশ করা অম্বিকা, আজ নিরক্ষর চাষার ছেলের কাছে বড় দমিয়া গেল ; মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"ওটা শুধু বাহ্যাড়ম্বর।"

হুকোর প্রতি তর্জ্জনী বাড়াইয়া চণ্ডীচরণ বলিল—"তা হ'লে বেশ ক'রে হুকো টান। বামুন কায়েস্থ মালী কৈবর্ত্ত হাড়ি ডোম সব শুধু বাহ্যাড়ম্বর,—জগতের সমস্ত মনুষ্যের এক জাতি, কারণ এক হইতে বহুর উৎপত্তি !!"

অম্বিকা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল ; চণ্ডীচরণ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হায়, টিকি ? যা এক দিন বামুনের গৌরবের জিনিস ছিল, তাই আজ লজ্জা ঘেন্নার জিনিস হ'য়ে গেল ! এমন ভাবে চললে দিনে দিনে আরও কি হবে—ফেলে দাওতো দেখি তোমার ঐ পৈতে গাছটা, দেখি বাহ্যাড়ম্বর ত্যাগের কতবড় বুকের পাটা ?"

ভাগ্নেকে ডাকিতে আসিয়া বিশুঠাকুর ভাগ্নের এই অপমানের পালাটার শেষ কতকটা ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছিলেন, এখনে ক্ষিপ্রবেগে ঘরে ঢুকিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"তবেরে যত বড় মুখ, তত বড় কথা, পাঁজি নচ্ছার জুচ্চোর বাটা ছোট লোক ?"

বুড়ো ঠাকুরের কথায় চণ্ডীচরণ এতটুকুও রাগিল না ; এক গাল হাসিয়া বলিল,—"গলাবাজি করো না, ঐ খানটায় বস এগিয়ে দাঠাকুর।"

ধমক দিয়া বিশুঠাকুর বলিলেন,—"আরে ধ্যৎ রেখে দে তোর দাঠাকুর।"

হাত জোড় করিয়া চণ্ডীচরণ বলিল, "তোমার খুঁড়ে দণ্ডবৎ গলাবাজি করো না, মাইরি বল্‌ছি তোমায় আমি খেলো হুকোই দেব।"

চোখ কপালে তুলিয়া দাঁত মুখ খিঁচাইয়া বিশুঠাকুর বলিলেন,—"আস্তোর খেলো হুকোর নিকুচি করি, তুই আমার ভাগ্নেকে যাচ্ছে তাই বল্‌লি, ব্যাটা ছোটলোকের বাচ্চা, ছোট লোক কোথাকার?"

এইবার বড় গম্ভীরভাবে চণ্ডীচরণ বলিল,—"দেখ দাঠাকুর, এ তোমাদের ব্যর্থ প্রয়াস; ছোট লোক বললে আমাদের মনে এতটুকুও ঘেন্না ভেসে উঠে না। ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে চাওত বড় লোক বল, তা হ'লে সত্যি সত্যিই আমরা ক্ষেপ্‌ব। আমরা নিজেরাইত চেঁচিয়ে বলি আমরা ছোটলোক, তোমাদের তা ব'লে কষ্ট পেয়ে দরকার কি? তোমাদের কাছে আমরা নিজেরাইতো ছোট হ'য়ে থাকি, যদিও সব সময় বুকের মাঝের সত্যিকার জিনিসটা তা মেনে নিতে চায় না; তবুওতো আমরা অনিচ্ছায় নিজকে নিজে ছোট ক'রে তোমাদের বড় ক'রে দেই। চৌকির উপর তোমাদের বসিয়ে; পিড়িখানা টেনে এনে তোমাদের পায়ের নীচে বসি। তবু তোমরা "ছোট লোক" "ছোট লোক" ব'লে চেঁচাও কেন? ছোট লোকের বুকের মাঝেও বড় লোক থাকে তা জেনো।"

কথার মাঝখানে চণ্ডীচরণ একবার তামাক সাজিয়া হুকাটার জল ফেলিয়া বিশুঠাকুরের হাতে দিয়াছিল তিনি গম্ভীর ভাবে বসিয়া নিঃশব্দে টানিতে লাগিলেন।

চণ্ডীচরণ অনবরত বলিয়া যাইতে লাগিল—"বুকের বাইরে অত্যাচার চল্‌লে, বুকের ভিতর যে সত্যিকার জিনিসটা আছে মাঝে মাঝে ভীমবলে নড়ে উঠে, সিংহনাদ ক'রে তোমাদের সিংহাসন কেড়ে নিতে চায়, অন্যায় অনুরোধে শুধু দমিয়ে রাখি। তোমরা পা ঝুলিয়ে চেয়ারে বসে থাক, আমরা গেলে পিঁড়ি টেনে এনে দেওয়া চুলোয় যাক,—মাটিটায়ও বসতে বল না; অথচ আমাদের দিয়ে তোমরা বড়। তোমাদের স্বজাতি কেওতো তোমাকে কর্ত্তা বলবে না, আমরা বলি তাই তুমি কর্ত্তা। "মানলে শালগ্রাম না মানলে নোড়া," রাশি রাশি কার্ত্তিক কুমারেরা তৈরী ক'রে রাখে, তার মাঝ থেকে আমরা বেছে আনি পূজা করতে; অবশিষ্ট যে কয়টি পড়ে থাকে, তারা পায়ের তলায়—লুটোপুটী খায়। ওদের যদি আন্‌তুম আবার ওরাই বেদীর উপর বস্‌তে পেত,' আর যাদের পূজো কর্চ্ছি তাদের মধ্যে যাদের রেখে আস্‌তাম তাদেরই লোকে মাড়িয়ে যেত, ঠাকুর ভাব্‌তা ব'লে মনে সংশয়ও ভাস্‌ত না।

আমরা যদি তোমাদের না মানি, তোমরা আর উপরে থাকতে পার না। সম্মানের ডুরিখানা কেটে দিলে, ঘুড়িখানা আপনি নীচে নেমে আস্‌বে, সবার সঙ্গে সমতল ভূমে এসে দাঁড়াবে। রাগ করোনা, তোমরাও তার মত নেমকহারাম;

যাদের দিয়ে তোমরা -তাদের দেখে নাক সেটকাও, থু থু ফেল ; এত বড় দানের বিনিময়ে তারা শুধু চায় মুখের দুটো মিষ্টি কথা, তাও তারা পায় না, এম্নি হতভাগ্য। তোমরা তাদের ঘেন্না কর, তারা এই ঘেন্না সারাগায়ে মেখে, হাড়ভাঙ্গা মেহান্নতে আহার্য্যের বস্তাটা তোমাদের দোর গোড়ায় ব'য়ে নেয়, দেখদেখি কত বড় প্রতিদান! নিজেরা ছোটর আসন টেনে নিয়ে স্বেচ্ছায় বড়র আসন তোমাদের বিলিয়ে দিয়েছে,—দেখদেখি বুকের কত বড় শক্তি। এমন সব মহতী শক্তিতে যাদের বুকভরা, তারা যদি ছোট, তবে বড় কারা? বড় হয়েও যদি ছোটর দিকে চেয়ে থাক, কখন সে আহার্য্যের বস্তা বয়ে আনবে। তবে তোমরা বড় কিসে? অধীনতা কি স্বাধীনতার চেয়ে বড়?"

হুকাটা চণ্ডীচরণের হাতে ফিরাইয়া দিতে দিতে বিশুঠাকুর বলিলেন, -"ওসব যাক্, ওসব আমি বল্ছিনে ; আমি বলছি, ---এইগে, -আমার জাগেকে" --সক্রোধে চণ্ডীচরণ বলিল,--- "ওকেই জিজ্ঞেস করুন, যে জাতের বড়াই কচ্ছে ও, ও জাতের নিশানা কই? যে জাতের পায়ের ধুলো, সারা বিশ্ব মাথায় তুলে নেয় সে জাত যদি নু'য়ে পড়ে বড়ই আক্ষেপের কথা। হাত যাক্ পা যাক্ নাক যাক্ কান যাক্ তবু শরীরে প্রাণ থাকে, --মাথাটা গেলে আর থাকে না। যে জাতির আসন সকল জাতির শীর্ষে, সে জাতি যদি একটুকু নেমে পড়ে, অন্য জাতি যে অনেক দূর নীচে গড়িয়ে পড়বে। চাল খাড়া থাক্‌লে বেড়া বদলাতে বেশী সময় লাগে না, তা ধ্রুব সত্যি।

ও এতক্ষণ বামুন বামুন বলে চেঁচাচ্ছিল, কিন্তু প্রমাণ দেখাতে পাচ্ছিল না।"

আর এক ছিলিম তামাক পোড়াইয়া বিশুঠাকুর ভাগ্নেকে লইয়া বাড়ী রওনা হইলেন। কিন্তু তিনি সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, বাড়ীতে যাইয়া একটা ছোটরকমের আদালত বসাইলেন। রামঠাকুর উকিল হইয়া অনেকক্ষণ বকিল, কারণ সে ঐ দিন—অনেকদিন গত হইলেও ঘটনাটা বেশ সুস্পষ্ট মনে ভাসে,—লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আসিয়াছিল। বেল প্রাপ্তিতে তাহার উপশম হইয়া আসিয়াছিল বটে কিন্তু দাঠাকুরের আহ্বানে আবার নূতন করিয়া দেখা দিল; যা হৌক ফলে গ্রামে দুইটা দলের সৃষ্টি হইল। আধুনিক সমাজের চোখে যাহারা ভদ্র এবং তাহাদের যাহা ছাড়া চলে না,—নাপিত ধোপা মালী তাহারা এক দলভুক্ত হইল; বাকী কয় ঘর তাঁতী, দাস, কৈবর্ত্ত, হাড়ি, ডোম বাধ্য হইয়া অন্য দলভুক্ত হইল।

চণ্ডীচরণ এতদিন মনে করিয়াছিল,—এ একটা খামখেয়ালী, কিন্তু যখন বিশুঠাকুরের বাড়ীর এতবড় সংকীর্ত্তনটায় তাহারা নিমন্ত্রণ পাইল না, তখন সে সত্যই সত্যই অবাক হইল।

পরদিন সকালে বিশুঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ হইতেই, সে প্রাতঃপ্রণাম জানাইয়া বলিল,—দাঠাকুর আমাদের তো একেবারে ছাড়তে পারনি তোমরা—ঐ যে নাপিত ধোপা র'য়ে গেল! ছাড়তে পেরিছি বটে আমরা, দেখতো আমাদের মাঝে তোমাদের কেও আছে কি না? সকালবেলায় ন্যাকড়া হাতে

মাছ কিন্‌তে যাবে কোন ভদ্দরলোকের কাছে বল দেখি? তোমাদের ছাড়া আমাদের দিব্যি চলে, আমাদের ছাড়া তোমাদের দুদিনও চলে না। আমার কাছে না যেতে পার, কিন্তু আমার ভাইএর কাছে বাধ্য হ'য়ে যেতে হ'বে। আমাদের কিন্তু কারোর কাছে যেতে হয় না, নিজের ক্ষেতের ভাত খাই, নিজের ধরা মাছ খাই, নিজের বুনা কাপড় পরি; স্বরাজ যদি কেও পেয়ে থাকেত, সে এক দেশের ছোটলোকেরা,—তোমরা পাওনি। স্বরাজ নিয়েই আমাদের জন্ম, শুদ্ধ তোমাদের জন্য পরিতৃপ্তরূপে ভোগ করতে পার্চ্ছিনে।"

চোখে মুখে একটা বিরক্তিরভাব ফুটাইয়া তুলিয়া বিশুঠাকুর পাশ কাটাইয়া গেলেন।

* * * *

একদিন বিকালবেলা ছোট দলের সমস্ত ছেলেপিলেদের ডাকিয়া চণ্ডীচরণ উপদেশ দিতেছিল,—"তোরা নিজকে হীনবলে ভাববি না, কিন্তু ছোট ব'লে ভাব্‌বি, ছোট হ'তে চেষ্টা করবি। জগতে যে যত ছোট, সে তত বড়; ছোটর বুকে বড়র সমাধি, তাকে পেয়ে তবে তাকে পেতে হয়! সেলাম পেতে হ'লে, সেলাম দিতে হয়—খুব ছোট হ—দেখ্‌বি দুদিন পরে আপনা হ'তে খুব বড় হ'য়ে গেছিস। বড় কাকে বলে বুঝিস্‌তো?"

অমনি চারিদিক হইতে সম্মতিসূচক শব্দটা বিবিধ আকারে উচ্চারিত হইল—"হা, হুঁ, হু"—

"বড় কাকে বলে বলত পল্টু?"

সভার মধ্য হইতে একটি পনর বছরের বালক বলিল,—"খুব টাকাওয়ালা।"

"তুই বলত টুকু, বড় কাকে বলে ?"

মাথা ঠেলিয়া উঠিয়া একটি নয় বছরের বালক হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল,—"খুব উঁচু"।

চণ্ডীচরণ পল্টনকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"এই দেখ্ তোরা দুজনের মাঝে বড় টুকু।"

বাম পার্শ্ব হইতে একটি ছেলে চেঁচাইয়া উঠিল,—"না, না, পল্টু বড় ; ওর সবে মাত্র নয় বছর, পল্টুর সে আস্‌ছে ভাদরে পনর পেরিয়ে যাবে।"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"বয়সে ঢের ছোট হ'লেও, সত্যিকার বড়র জিনিসে টুকু বড়। সে এতটুকু হ'য়েও দাঁড়িয়ে কথার জবাব দিয়েছে।"

পল্টু লজ্জায় মাথা হেট করিয়া রাখিল। কি একটু ভাবিয়া লইয়া চণ্ডীচরণ বলিল, "আচ্ছা, আজ তোরা যা, আর একদিন সব বুঝাব,—আরে শিবু, বিভু কইরে।"

"কি জানি, সে কি আমাদের সাথে থাকে! যত সব ভদ্দর লোকের ছেলেদের সঙ্গে তার ইয়ারকি ; ভুলো কালো ভূতো তার সঙ্গী।"

"আচ্ছা, এখন যা ; আর দেখ্ তোদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হলে আমার কাছে এসে বল্‌বি,—বুঝলি তো।"

অম্নি একজন মাথা উঠাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওদিন পল্টু আমায় শালা ব'লে গাল দিচ্ছিল।

পল্টুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, চণ্ডীচরণ ক্রুদ্ধস্বর ব্যবহার করিল না, শান্ত সুমিষ্টস্বরে বলিল,—"কেমনরে পল্টু; সত্যি কি না ?"

মৌনং সম্মতি লক্ষণং, সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

চণ্ডীচরণ বলিল,—"যা, একশবার তাকে ভাই ব'লে ডাক গিয়ে।"

সরলমতি টুকু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—"আমিও ত রজ্জুকে একদিন গাল দিয়েছিলাম, তবে আমিও তাকে একশবার ভাই ব'লে ডাকি।"

রজ্জুর মুখের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া টুকু কর গনিয়া ভাই ভাই' বলিতে সুরু করিল। এর মাঝের অনুভবের জিনিসটুকু অনুভব করিয়া চণ্ডীচরণের দুগাল বাহিয়া জলের স্রোত গড়াইয়া পড়িল।

ক্ষণপরে আর একজন উঠিয়া বলিল,—"চণ্ডীদা, ওরা দুজন আজ সকালে ভয়ানক ঝগ্‌ড়া করছিল, এখনো কথা কয়নি।'

"যা তোরা দুজন হাতে হাতে ধরে বাড়ী চলে যা; এই, ধর,—ব্যস এখন যা,—আর দ্যাখ আজ হ'তে একদিনের যে বড় তাকেও নাম ধরে ডাক্‌তে পারবিনে, সাবধান, মনে থাকে যেন, বুঝলি! কানে এলে আর রক্ষ্যে নেই।"

এমন সময় বিশুঠাকুর আসিয়া হাজির হইলেন, চোখ ঘুরাইয়া পাড়া জাগাইয়া বলিলেন—"হারামজাদা বজ্জাত কোথাকার, আজ তোকে আচ্ছা ক'রে ঠেঙ্গিয়ে শিক্ষ্যে দেব ছোটলোকদের সাথে মিশ্‌বি কি না!"

মুহূর্তে হেমেন্দ্রের উৎফুল্লমুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে মাথা হেট করিয়া ধরার পানে চাহিয়া রহিল।

বিশুঠাকুর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"ছোটলোকের সাথে থেকে থেকে ছোটলোক ত ব'নে গেছিস্ বাঁদর! তাদের সঙ্গে সঙ্গে চুরি চামারি করতেও বোধ হয় শিখেছিস্।"

চণ্ডীচরণ এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিল; রাগে গা রি রি করিলেও পুত্রকে বলিবার অধিকার পিতার আছে; তাই এতক্ষণ নীরব ছিল, এইবার বলিয়া উঠিল—"চুরি চামারি আমরা করি না তোমরা কর। মেহান্নত ক'রেও খেতে না পেলে এবং তার উপর তোমাদের দোয়ার হ'তে শূন্য ঝুলি নিয়ে ফিরে এলে তবে সিঁদকাটি হাতে নেই। কিন্তু দালান দিবার মত চুরি ক'রে আনি না, দু দিনের খাওয়ার মত নিয়ে চলে আসি। সিন্দুক ভরা টাকা, গোলা ভরা চাল তোমাদের ঘরে—তবু তোমরা চুরি কর কেন? পাঁচ টাকায় আমরা খুসী পাঁচশ টাকায়ও তোমরা হওনা—তার উপর দুশ টাকা চুরি কর; এ দুই এর মধ্যে কে বড় চোর বল দেখি দাঠাকুর! না, জুতো পায়ে দিয়ে চুরি করলে চুরি হয় না! চিত্রগুপ্তের খাতার কোন জায়গাটায়,—পুণ্যের ঘরে না পাপের ঘরে এ জমা থাকে বল দেখি দাঠাকুর! আমরা রাখ্‌তে জানি না তা সত্যি, নিজের জিনিষ বিলিয়ে দিয়ে পরের দোয়ারে হাত পাতি। এম্নি আহাম্মক আমরা, মোহর দিয়ে বাক্সভরে তালাবন্ধ ক'রে, অন্যের হাতে চাবি দিয়ে দেই।"

বিশুঠাকুর ধমক দিয়া উঠিলেন,—"তোর সাথে কথা বল্‌তে

কে এসেছেরে হারামজাদা, ছোটলোক হ'য়ে এত বড় আস্পর্দ্ধা বামুনের কথায় কথা বল্‌তে আসিস্‌!"

গম্ভীরস্বরে চণ্ডীচরণ বলিল,—"দেখ রক্তমাংসের শরীর, সমুখে দাঁড়ায়ে গালাগাল দিয়ো না; ভাল হবে না বল্‌ছি।"

দুই পা আগাইয়া আসিয়া বিশুঠাকুর বলিলেন, কি করবি তুই আমায় ব্যাটা বজ্জাত।"

এইবার চণ্ডীচরণ ভীষণ চটিয়া উঠিল, সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিল,—"বজ্জাত কি সজ্জাত এখনো টের পাওনি। "এই বলিয়া সে এক ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, চোখ দুটি আগুণ উদ্গারণ করিতে লাগিল। বিশুঠাকুরের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল।

রাগিলে চণ্ডীচরণের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ইহা সকলেই জানিত। পুত্র নিতে আসিয়া আর কিছু পাইবার সম্ভাবনায়, গায়ত্রী জপের মত কি জানি কি পট্‌ পট্‌ করিয়া বলিতে বলিতে পুত্র হেমেন্দ্রকে লইয়া সুবুদ্ধি বিশুঠাকুর সরিয়া পড়িলেন।

বিশুঠাকুর বড় অহঙ্কারী ছিলেন; ঘৃণায় ছোটলোকদের বাড়ী বড় একটা মাড়াইতেন না; কাজের তাড়নায় আসিতে হইলে পা বড় একটা মাটি ছুইত না, চোখ চাহিয়া তাহাদের সাথে কথা কইতেন না। কিন্তু এই হেমেন্দ্র তাঁহার সেই অহঙ্কার গর্ব্ব দর্প সমস্ত চূর্ণ করিতে বসিয়াছে। বুদ্ধিতে একটু ভোঁতা ও বিদ্যাতে একটু খাট ছিল বলিয়া ভদ্রলোকের ছেলেপিলেরা হেমেন্দ্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত বড় একটা মিশিত না—তাই সে ইচ্ছা করিয়া ছোটলোকদের সঙ্গ নিয়াছে, তাহাদের কাছে সে

বেশ একটু সম্মান পায়, কানামাছি খেলায়, তাহাকেই তাহারা রাজা সাজায়—তাই সে সর্ব্বক্ষণ তাহাদের সাথেই থাকে।

ছোট লোকের ছেলেরা যখন খোল বাজাইয়া কীর্ত্তন গায়—"গৌর এস এ আসরে" তখন সে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, চোখ দিয়া সবার প্রাণ টানিয়া নেয়; টুকু আসিয়া হাতখানি ধরিয়া বলে—"হেমা দা নামবা এসে," সে অমনি লাফাইয়া উঠে।

কোঁচা ঝুলাইয়া দুই হাত তুলিয়া নাচিয়া বলে, "গৌর এস এ আসরে," আনন্দে তখন তাহারা সকলে ছুটিয়া আসিয়া ফুলের মালা গলায় জড়াইয়া দেয়—সেও ভাই ভাই বলিয়া কোমল বাহু দুইটিতে বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরে,—ছোট বড় দুই একের ঢেউএ ভাসিয়া যায়।

বিশু ঠাকুর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গলাই ভাঙ্গেন, ফল কিছুই হয় না। আজও পথে যাইতে যাইতে বলিলেন "হে ছ্যাখ, হিমু"

স্নেহে কোমল কণ্ঠে ডাকিতে হইলে হেমেন্দ্রকে তিনি 'হিমু' বলিয়া ডাকিতেন,—মেজাজটা চড়া থাকিলে ডাকিতেন 'হেমা'।

"হে ছ্যাখ হিমু, ছোট লোকদের সাথে আর মিশিছনে, বুঝলি?"

পিতা আগে যাইতেছিলেন, পুত্র পেছনে যাইতেছিল, বলিল,—"ছোট লোক কারা বাবা?"

বিশু ঠাকুর হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন "তর্জ্জনী দ্বারা দেখাইয়া বলিলেন," এরা, এরা, ওরা, ঐ দিগের ওরা, তারা পেছনের তারাও।"

"ছোট লোক কেমন ক'রে চিন্‌তে পারা যায় বাবা?
পথ চলিতে চলিতে বিশু ঠাকুর বলিলেন,—"তারা জুতো পরে না, জামা গায়ে দেয় না, আর সংসারে যত সব ছোট কাজ ক'রে।"

"ছোট কাজ কোনগুলা বাবা?"

এই ক্ষেতকরা, কাপড় বুনা, মাছধরা, এম্নি আরও কত কি।"

ছেলে একটু ইতস্ততঃ করিয়া "হঠাৎ বলিল—"তুমিওতো কতদিন মাছ ধরেছিলে দেখেছিলাম।" বিশু ঠাকুর একটু রাগিলেন কিন্তু রাগটা সংযত করিয়া রাখিয়া কথাটায় জোর দিয়া বলিলেন—"মাছ ধরলেই ছোট লোক হয় না আহাম্মক কোথাকার, বাজারে নিয়ে মাছ বেচ্‌লে।"

তিনি সেবার পুকুরের মাছ চুক্তিতে বিক্রি—করিয়াছিলেন, তাই বাজারে নিয়া' বলিলেন। পুত্র পিতার মন বুঝিল না, বলিল,—"মাছ ছাড়াত তোমার একবেলাও চলে না দেখ্‌ছি, তারা কষ্ট ক'রে না যোগালে নিত্যি নিত্যি কোথায় পেতে? এ কাজটি তারা না করলে, করতে হতো আমাদেরই বাবা" বিশু ঠাকুর আর সহ্য করিতে পারিলেন না;—পুত্রের গালে একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন,—"কুতর্ক করতে শিখেছিস্ ছোট লোকদের সাথে থেকে।"

বেগ সামলাইতে না পারায় চপেটাঘাতটা একটু প্রচণ্ড রকমেরই হইয়া পড়িয়াছিল, হেমেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ভেউ ভেউ করিতে করিতে পাড়া জাগাইয়া বাড়ী ছুটিল। * * * *

একদিন সকালে বিভূতি সুর করিয়া ভূগোল পড়িতেছিল, "ক'খানি বাড়ী নিয়া একখানা পাড়া হয়, ক'খানা পাড়া নিয়া একখানা গ্রাম হয়,—ক'খানা গ্রাম নিয়া একখানা—ইউনিয়ন্ হয়,—প্রত্যেক ইউনিয়নে একজন করিয়া প্রেসিডেণ্ট থাকেন, তার অধীনে কয়েকজন দফেদার চৌকিদার থাকে, তাহারা রাত্রিতে গ্রামে চৌকি দেয়।"

বড় ঘর হইতে চণ্ডীচরণ ডাকিয়া বলিল,—"এঁ্যা এঁ্যা, কি পড়ছিস্, পড়তো আবার!"

বিভূতি জানিত দাদা নাম সহি করিতে পর্য্যন্ত জানে না, তাই একটু মুচকি হাসিয়া পুনর্ব্বার তাহা'র আবৃত্তি করিল।

দ্বিধা সঙ্কোচ মনে একটু জোর গলায় চণ্ডীচরণ বলিল, "রাত্রে চৌকিদার চৌকি দেয়,—তা তা ওটা"।

প্রায় দুইপ্রহর হতে স্নান করিয়া চণ্ডীচরণ 'পাতে' বসিয়াছিল, এমন সময় কাঁদিতে কাঁদিতে বিভূতি ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিল; পথে আসিতে আসিতে হাত দিয়া বার কয়েক চোখ মুছিয়াছে বলিয়া, হাতের কালী মুখে চোখে লাগায় সং এর মতই দেখাইতেছিল।

চণ্ডীচরণ বলিল, "কি হয়েছে?"

বিভূতি জবাব দিল না, চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া—ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা ভাতের থালা আগাইয়া দিয়াছিলেন, চণ্ডীচরণ ভাতে হাত দিল না; সেই ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল "হয়েছে কি বল্ না, কাঁদছিস্ কেন এমন্ করে?"

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নাকে বাজাইয়া মেয়েলি কণ্ঠে বহুক্ষণে বিভূতিভূষণ যাহা বলিল, তাহার মোটামোটি ভাব এই যে— পণ্ডিত মশাই তাহাকে ইস্কুল হইতে কাণে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া দিয়াছেন।

ভাতের থালা একদিকে ঠেলিয়া চণ্ডীচরণ পাঠশালায় চলিল।

পণ্ডিত মশাই কড়াকিয়া শেষ করিয়া অনেকক্ষণ গণ্ডাকিয়া আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন; যখন 'দেড় পয়সায় কয়গণ্ডা' এই প্রশ্নটা প্রথম হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া বেত নাড়িয়া 'তুমি তুমি' বলিয়া নীচের দিকে নামিতে ছিলেন, তখন আসিয়া চণ্ডীচরণ হাজির হইল। পণ্ডিত মশাই তাহাকে চিনিতেন, টুল দেখাইয়া বলিলেন ' বসো ; এরে ক্যাবলা স'রে বোস্।"

সহজ শান্তস্বরে চণ্ডীচরণ বলিল,—"না বস্‌ব না, দুটো কথা তোমায় জিজ্ঞেস্ করতে এসেছি ; তুমি বিভূতিকে ইস্কুল হতে তাড়িয়ে দিয়েছ ?"

যেন বহুদিনের ঘটনা, সহসা স্মরণপথে আসিল না তেম্নিভাব করিয়া পণ্ডিতমশাই হা করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

সত্যের গোপন করিলে চণ্ডীচরণ বড় ক্ষেপিত,—সরোষে বলিল,—"দিয়েছ কি না বল না ?" ছাত্র সন্নিধানে ধমক খাইয়া পণ্ডিত মশাই কেমন একটু ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া পড়িলেন, বলিলেন "হাঁ, পড়া বল্‌তে পারেনি বলে।" গম্ভীরস্বরে চণ্ডীচরণ বলিল,— "বাহিরে সে দাঁড়িয়ে, তাকে ডেকে আন।"

পণ্ডিত মশাই তৎক্ষণাৎ একগাল মিঠান হাসি হাসিয়া

চড়া গলায় ডাকিলেন,—"কইরে অ বিভো! হ্যাঁ হ্যাঁ শীঘ্যির আয় এদিকে; শিক্ষক গুরুজন, তার সাথে রাগ করতে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পাগল।"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"পড়া বল্‌তে পারলে সে তোমার ইস্কুলে আসত্ না, পড়া শিখ্‌তেই সে এসেছে। পড়া বল্‌তে পারেনি ব'লে কোথায় তাকে আরও কাছে টেনে নিবে, তা না ক'রে তাকে চিরদিনের জন্য মূর্খ ক'রে দিতে চেষ্টা কর্চ্ছ। সে পড়াটি শিখ্‌তে পারেনি ব'লে তুমি একজনকে ইস্কুল হ'তে তাড়িয়ে দিচ্ছ হয়ত এই পড়াটি তার আর ইহ জন্মে শিক্ষা হ'বে না। তাড়িয়ে না দিয়ে যদি তাকে বুকের কাছে রাখ, কালই সে এই পড়াটুকু তোতাপাখীর মত মুখস্থ ব'লে যাবে; অক্ষমকে ঘেন্না করতে নেই, তাকে বুকের অতি কাছে রাখ্‌তে হয়—সক্ষম যেথায় ইচ্ছা চড়ে বেড়াক।"

পণ্ডিত মশাই তেমনি হাসিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাত ঠিকই, কিন্তু কয়জনে বুঝে! একবারে যথার্থ কথা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।"

পণ্ডিত মশাইর ডাকে বিভূতি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চণ্ডীচরণ বলিল,—"তুই যদি আর একদিন পড়া না শিখে ইস্কুলে ঢুক্‌বি, তা'হলে তোকে লাথি মেরে খুন ক'রে ফেল্‌ব্ বাঁদর কোথাকার!"

বিভূতি নতমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া সরমে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল; তাহার মনে হইল যেন সকল পড়োয়ারা তাহার দিকে আড় চোখে চাহিয়া চাহিয়া মুচকিয়া হাসিতেছে।

চণ্ডীচরণ চলিয়া গেলে পর সে সঙ্গীদের কাছে যাইয়া বলিল, "ও কিছু নয়, শুদ্ধ দাদার ফাকা আওয়াজ !!

* * * * *

পাঁচ সাত দিন চলিয়া গেল ; একদিন পণ্ডিত মশাই প্রশ্নের অঙ্কটা ভাবিতে ভাবিতে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন হঠাৎ একটা রুক্ষস্বর কানে গেল,—"পণ্ডিত" !

পণ্ডিত মশাই সংপ্রোথিত ব্যক্তির মত ধরফর করিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিলেন।

উচু টুলটার সাম্‌নে নীচু টুলটায় যে কয়টি ছাত্র বসিয়া পড়িতেছিল, তাহাদিগকে দেখাইয়া চণ্ডীচরণ সরোষে বলিল,— "একি পণ্ডিত, বেছে বেছে সব ছোট লোকের ছেলেরা নীচে কেন ? এতটুকু ছেলেদের ভিতরে হীনতার বীজ ছড়িয়ে দিচ্ছ ? ইস্কুল সুশিক্ষার মন্দির, এ কুশিক্ষা তুমি তাদের দিচ্ছ ? তারা নীচে ব'সে অসুবিধে ভোগ কচ্ছে পায়ের লাথি খাচ্ছে, তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ না ? বড় লোকের ছেলেরা কি মাইনে বেশী দেয় ? তারা ছোট, ঘৃণিত, এই হীন ধারণা যদি তাদের কোমল প্রাণে ঢুকিয়ে দাও, তারা লেখা পড়া শিখ্‌বে কি ছাই ! তুমিতো ওদের মাথাও খাচ্ছ, হিংসের কীট তাদের হৃদয়ে ছেড়ে দিচ্ছ !"

বিভূতি, ভুলো ভূতো তাহাদের সাথেই উপরে উঠিয়া বসিয়াছিল, চণ্ডীচরণের এতক্ষণে তাহা নজরে পড়িল, গর্জ্জিয়া উঠিল,—"তুই ওখানে কেন ? নেমে বোস ! পারিস্ যদি তাদের নিয়ে বসিস্, আলাদা হ'য়ে কি তুই বড় হ'তে পারবি !

তাদের ছেড়ে তুই কতটুকু ? যাদের নিয়ে বড়াই করিস্, জানিস্ ঘেন্নায় তারা তোর হাতছোয়া জলটুকু পর্য্যন্ত খায় না! বড় হ'বি যদি ভাইদের নিয়ে বড় হ; যাদের থেকে বেরিয়ে এসেছিস্, লেখাপড়া শিখে তাদের সঙ্গে মিশে থাক্, দেখ্‌বি তারা কত সম্মান করে।"

তারপর আবার পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া বলিল, "পণ্ডিত, কাল এই নীচের টুলের সবগুলোর নাম কেটে দিয়ো, ওরা আর এ ইস্কুলে পড়বে না। যে ইস্কুলে পা ফেলতেই হিংসের সহিত সাক্ষাৎ হয়, সে ইস্কুল বড় ভয়ানক; দুদিনেই পড়োয়ারা একতা জিনিষটা হারিয়ে ফেলে"।

চণ্ডীচরণের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই পণ্ডিত মশাই টুকুকে তামাক সাজিয়া আনিতে পাঠাইয়াছিলেন, এইবার হুকো হাতে টুকু আসিয়া হাজির হইল।

চোখে পড়িতেই পণ্ডিত মশাই প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু ইঙ্গিত করিতে সময় পাইলেন না। হুকো হাতে টুকু একবারে সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দেখিয়া চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"একি, ছেলেদের দিয়ে তামাক সাজাচ্ছ? পরোক্ষে যে তাদের তামাক খেতে শিক্ষে দিচ্ছ। তা জান? নাঃ কালই ওপাড়ার সবগুলো ছেড়ে দিয়ো, শিষ্ট হ'তে এসে তারা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।"

রাগে গড় গড় করিতে করিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পণ্ডিত মশাই হুকাটা হাতে লইয়া আরামে নিশ্বাস ছাড়িলেন।

* * * *

আজ রবিবার, স্কুল নাই। গাঁয়ের অনেক ছেলে একত্র হইয়া দত্তদের পুকুরটায় সাঁতার কাটিতেছিল আর ডুবাইতেছিল।

চণ্ডীচরণ আসিয়া ডাক দিতেই তাড়াতাড়ি সকলে উঠিয়া গেল ; উঠিল না কেবল ভুলো ভূতো, আর তাদের সঙ্গে রহিয়া গেল বিভূতি।

চণ্ডীচরণ কতক্ষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বাঁশঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া রহিল।

বিভূতি সঙ্গীদের বলিল,—"নারে এইবার উঠি।" ভুলো বলিল,—"থাকনা আরও কতক্ষণ, ওসব ওর ফাকা আওয়াজ ; এই ভূতো, আয় আর একবার বাজী রেখে সাঁতার কাটি।" উৎসাহিত হইয়া বিভূতি বলিল আচ্ছা লাগে,—

এক, দুই,—এই এই ভুলো, তুই এগিয়ে পড়েছিস ; এই—এই, না, হলোনা, আর একটু পেছনে, এই,—এইবার ঠিক হয়েছে ; বেশ—এক দু—

"এই, এখনো যেন উঠলিনে পাজি।"

বিভূতি চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল দুর্দ্দান্ত চণ্ডীদা কিসের একটা ডাল হাতে পারে দাঁড়াইয়া। "এই, বিভো, এদিকে আয় ; ভাল হবেনা বলছি শীগ্গির আয়।"

বিভূতিভূষণ দাদার কাছে আসিল না ; সাঁতার কাটিয়া ও পারে উঠিয়া চম্পট দিল।

হেমেন্দ্র চণ্ডীচরণের প্রথম ডাকেই উঠিয়াছিল; এতক্ষণ ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিয়া কাপড় কাঁচিতেছিল ভুলো তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"দেখ্ ভূতো, হেমাটা কি ভীতু; ডাক শুনে একেবারে ভড়কায়ে গেল।"

হেমেন্দ্র বলিল, "চণ্ডীদার ডাক শুন্‌ব না? শুন্‌বইত।" ভুলো সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়াও বলিল,—"কার ডাক?" ভূতো একগাল হাসিয়া বলিল,—"চণ্ডীদারে চণ্ডীদা, চাষাকে আবার বলে দাদা।"

সরোষে হেমেন্দ্র বলিল, "কায়েত হ'য়ে তুমি আমার বাবাকে দাদা বল কেমন কোরে?"

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় বিভূতিকে ডাকিয়া পাইল না দেখিয়া মার সাথে রাগ করিয়া চণ্ডীচরণ আহার করিল না। গামছাখানা মাথায় দিয়া এই—মাটিফাটা দুপুরের রোদে সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে লাগিল। যাহাকে সমুখে পাইল, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল তাহাদের বিভূতিকে দেখিয়াছে কি না?

যতই বেলা বাড়িতে লগিল, দুঃখে ততই তাহার বুকটা ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়, এতটুকু বিভূতি ক্ষুধায় কাতর হইয়া না জানি কাহার দুয়ারে পড়িয়া আছে। নিজকে সে নিজে অভিশাপ দিল, সেইত তাহাকে এতখানি বেলা অনাহারে রাখিয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া হয়ত সে তাহার মৃত পিতার কাছে নালিশ জানাইতেছে!! টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, সে গামছাখানি দিয়া বার বার মুছিতে লাগিল।

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে বাঁশঝাড় প্রতি বৃক্ষতল দেখিয়া যাইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল—বিভূতি এক ঝোপের ভিতর বসিয়া ভূতো ভুলো তাদের সাথে তাস পিটিতেছে। চোখের জল গোপন করিয়া সে উচু গলায় বলিল,—' না খেয়ে এখানে তাস পেটা হচ্ছে! যেই ছিরি আজ কাল বেরিয়েছে? বুকের হাড় কখানা আলাদা ক'রে দূর হ'তে গণা যায়, তা দেখিস্‌নে দুষ্টু; এক রত্তি ছেলের এত জেদ কেন? আজি তোকে আমি মাথায় তু'লে ছুড়ে মারব।"

মুহূর্ত্তে চণ্ডীচরণ তাহাকে দুই হাতে উপরে তুলিল, কিন্তু ছুড়িয়া মারিল না, পরোক্ষে কাঁধে করিয়া বহিয়া বাড়ী লইয়া আসিল।

"দাও মা চারটে ভাত।'

দুইটি থালা দুজনার কাছে মা আগাইয়া দিলেন। চণ্ডীচরণ খাইতে বসিয়াও গর্জ্জিতে লাগিল,—"চোখ দুটো বসে গ্যাছে, আবার তিন পহর পর্য্যন্ত উপোস করা হচ্ছে; তা না হলে শীঘ্যির শীঘ্যির মরবি কি কোরে বাঁদর কোথাকার! আর একদিন যদি—এই, এই, যাঃ, নিয়ে গেল; কোন দিকে যে চেয়ে থাকিস্‌ তার ঠিক নেই।"

মুহূর্ত্তে নিজের থালার ভর্জ্জিত মৎস্য খণ্ডটা ভাইএর থালায় ছুড়িয়া মারিয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, -"নিজেতো ঠেঙ্গাবে না, পরকেও দেবে না—ঠেঙ্গাতে; নিত্যি নূতন লাঠি কাটি, কাজের বেলায় খুঁজে হয়রান—তা উনুনে দাও কি না তুমিই জান।

পরদিন বিভূতির সঙ্গে দেখা হইতেই একগাল উচ্চ হাসিয়া ভুলো বলিল, -"দেখ্‌লি, এই ফন্দি আটতে বলেছিলুম বলেই, কেমন - মজা ক'রে ঘোড়া দৌড়িয়ে বাড়ী গেলি।"

মুখ বিকৃত করিয়া ভুতো বলিল,—"ও বোঝে আমরাও বুঝি ওর মত গোমূর্খ। আরে আমরা ভদ্দর লোক, চট্‌ করে ধরে ফেল্‌তে পারি কে কি দিয়ে তৈরী।"

বিকালে দাওয়ায় বসিয়া হুকাটায় গোটা দুই টান ভাল করিয়া দিতে না দিতেই, একটা চটাস্বর চণ্ডীচরণের কানে গেল; হুকাটা রাখিয়া দিয়া যে রাস্তায় গোলমালটা হইতেছিল, সেই রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল বিশু ঠাকুরের সঙ্গে হরি কৈবর্ত্তের ছেলে কেস্টা বড় তর্ক বিতর্ক করিতেছে, বিশু ঠাকুরও তাহাকে যাচ্ছেতাই গালি দিতেছে। সমস্ত শুনিয়া সে আসল ব্যাপারটা বুঝিল—'এই রাস্তার দুই দিক হইতে এই দুই জন আসিতেছিল, মুখোমুখি হইলেও কেহ সরিয়া গেল না, তাই দুজনার বুকে বুকে লাগিয়াছিল; ফলে দা ঠাকুর নিজকে সাম্‌লাইতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন।'

চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কেষ্টা, করেছিস্‌ কি! ঠাকুর ছাবতা, যা শীঘির পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়্‌।" চণ্ডীচরণের অবাধ্য হইবার শক্তি তাহার ছিল না; মুহূর্ত্তে বিশু ঠাকুরের পা দুইটি জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—"ক্ষেমা কর ছাবতা, হেবা দেই, পায়ের ধূলা দাও।"

বিশু ঠাকুর সরোষে তাহার মাথায় এক অতি ভীষণ লাথি

মারিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন "ক্ষমা তোর কোন কালে নাই পাষণ্ড অভিশাপ দিচ্ছি তুই জ্বলে পু'ড়ে মর। যদি আমি সৎব্রাহ্মণ হই, মুখের কথা আমার ফলবেই ফল্‌বে; সন্ধ্যে আহ্নিক না করে আমি জল স্পর্শ করিনি, এ পর্য্যন্ত এক খণ্ড পাপ করিনি—চন্দ্র সূর্য্যি ডুবে যাবে—দিনে রেতে ভুল হ'বে,—তবুও আমার কথা মিথ্যে হবে না।"

তবুও কেষ্টা পা দুইটি ছাড়িল না, তেম্নি ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল,—"আর কখ্‌খনো করব না দা ঠাকুর, পেন্নাম করি, চন্নামিত্তির খাই, কেরপা কর।"

বিশু ঠাকুর কেষ্টার লুণ্ঠিত মস্তকে আর একবার প্রচণ্ড পদাঘাত করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"নিপাত যা, শালা ছোট লোক।"

এইবার চণ্ডীচরণ বড় রাগিল, দুই হাতে কেষ্টাকে আপন বুকে টানিয়া লইয়া সরোষে বলিল,—"দা ঠাকুর, মাথা পেতে দেয় ব'লে, ছোট লোককে তোমরা এম্নিভাবে পদাঘাত কর; তাই তারা আজ মাথা তুল্‌তে শিখেছে। রাস্তার মাঝে যে সাপ পড়ে থাকে, মানুষের পদ শব্দ শুন্‌তে পেয়ে সে নিঃশব্দে পথ ছেড়ে চলে যায়; কিন্তু যদি তায় ক্ষেপিয়ে তোল, সে ফোঁস ক'রে পথের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়বে। এতদিন ছোট লোকেরাও নিজে জঙ্গল দিয়ে হেটে তোমাদের পথ ছেড়ে দিয়ে এসেছে, কিন্তু আর না, তাদের ক্ষেপিয়ে তুলেছ, তাই তারা আজকাল আর সরে যায় না,—বুক ফুলিয়ে বুকের সামনে এগিয়ে দাঁড়ায়।"

* * *

পনর দিন চলিয়া গেল। আজ রবিবার, তাই চণ্ডীচরণ পাড়ার সকলকে ডাকিয়া আনিয়া সে দিনের সে বিষয়টা বুঝাইতেছিল—এমন সময় ইংরেজী জুতার মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বিভূতি আসিয়া হাজির হইল।

চণ্ডীচরণ কিছুক্ষণ কেমন এক রকম দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া উগ্রকণ্ঠে কহিল,—"কোত্থেকে এলি ?"

বিভূতি কোন জবাব দিল না, নিঃশব্দে বোতাম খুলিতে লাগিল।

গলা আর এক পর্দ্দা চড়াইয়া চণ্ডীচরণ বলিল—"গিয়েছিলি কোথায় ?"

তথাপি সে নিরুত্তর।

চণ্ডীচরণ ধীর ভাবে বলিল—"পল্টু, মাচিয়া থেকে বেতটা নিয়ে আয় ত ?"

বিভূতি ধীরে বলিল,—"আর যাবনা।

"তা আমি জিজ্ঞেস্ কচ্ছিনে, গিয়েছিলি কোথায় তাই বল্।"

"বারেশ্বরী মেলায়।"

"কার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল ?"

বিভূতি নীচের দিকে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া নখ খুঁটিতে, লাগিল, জবাব দিল না। চণ্ডীচরণ তাহার মুখের পানে তিলেক তাকাইয়া হঠাৎ বলিল,-"চুল কেটে দিলে কে ? দাঁড়া,-সরে যাস্‌নে, লক্ষ্মী খুড়ো ?"

বিভূতি একটা ছোট্ট রকমের 'হু' করিল, চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—সত্যিটা 'চেঁচিয়ে বলবার সাহস নেই কেন? জোরা ক'রে বল্ কে কেটেছে?"

"লক্ষ্মী খুড়ো"

এই "পণ্টু না, তুই থাক্, এই টুক্ লক্ষ্মী খুড়োকে ডেকে নিয়ে আয় ত, আমার নাম বল্‌বি।"

বিভূতি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—তা না হু "আমি না করেছিলুম, তবুও জোর ক'রে আমিত একলা না, এই ভুলো ভূতো ও ত— তা আমি কি জানি, শেষে হাত দিয়ে দেখি—

মিথ্যা কথায় চণ্ডীচরণ বড় চটিত; বিভূতির হাত ধরিয়া প্রবল বেগে একটা ঝাকড়া দিয়া বলিল—"মেলায় কেটে এসেছিস্ তাই বল্।"

যে দুই দিন কোমর ব্যথায় অচল হইয়া চণ্ডীচরণ শয্যাশায়ী ছিল, সে দুই দিন বিভূতিও এদিকে বড় একটা মাড়াইল না। ডাক দিবার কেহ নাই, মহানন্দে পাড়ায় পাড়ায় খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; পাখীর ছানা পাড়িয়া তাস পিটিয়া চুরট টানিয়া এই দুইটা দিন বেশ সুখেই কাটিল। দুই দিন বিভূতিকে দেখিতে না পাইয়া চণ্ডীচরণের বুকটা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আজ সকালে উঠিয়া বাঁশের মোটা লাঠিখানা ভর দিয়া ধীরে ধীরে যাইয়া বিভূতির শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমা ঘর নিকাইতে উঠিয়া গিয়াছিলেন, বিভূতি একাই পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। চণ্ডীচরণ অনেকক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল,—তারপর ধীরে ডাকিল,—"বিভো।"

বিভূতি চোখ মেলিয়া চাহিল।

করুণ কণ্ঠে চণ্ডীচরণ কহিল,—"ও দিন হাতটায় লেগেছে বুঝি, না ?"

মৃদুকণ্ঠে বিভূতি বলিল,—"না, এতটুকু লাগেনি।"

জোর গলায় চণ্ডীচরণ বলিল,—"মিথ্যে বলিস্‌নে,—লেগেছে নিশ্চয়, না ?"

বিভূতি ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না, লাগেনি সত্যি।"

আবার মিথ্যে কথা, আমি জানিনে লেগেছে কি না ? নিশ্চয় লেগেছে, তুই গোপন কচ্ছিস্‌, না ?"

"সত্যি বল্‌ছি, এতটুকুও লাগেনি।"

"লেগেছে তা ধ্রুব সত্যি ; এ কিরে চোখ দুটো যে ছল্‌ছলে! জ্বরটর হয়নি ত ?"

দুই পা আগাইয়া আসিয়া কপালে হাত ফেলিতেই চণ্ডীচরণ চমকিয়া উঠিল,—"এ দুদিন ভুবিয়েছিস বুঝি খুব ক'রে, না ? দেখি তোকে কে এক ঝিনুক অসুদ খাওয়ায় হারামজাদা।"

বিভূতিভূষণ কিছুই কহিল না, বালিশে মুখ গুজিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

চণ্ডীচরণ উচ্চকণ্ঠে বলিল, মনে করেছিস্‌ দাদাইতো আছে, তা কখ্‌খনো হবে না, আজ স্পষ্ট বলে দিলাম ; এক ফোটা অসুদ যদি আমি এনে দেই, না যদি—এতটুকু যত্ন আত্তির করি—তা হলে তুই আমায়—যাচ্ছে তাই বলিস্‌। নেমন্তন ক'রে আন্‌বে ব্যামোকে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার।

লাঠি দিয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চণ্ডী নিজের বাসগৃহে গেল ; এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ভড়র ভড়র করিয়া তালে বেতালে টানিতে লাগিল। তারপর হুকাটা ঘরের কোণে ঠেস দিয়া একটা পুরাণো ছোট্ট শিশি মাচিয়ার তল হইতে টানিয়া আনিল ; তারপর—গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া দুই মাইল দূরবর্ত্তী সরকারী ডাক্তারখানায় চলিল।

সন্ধ্যায় চণ্ডীচরণ বিভূতিকে বলিয়াছিল—দেখি রাত তোর পাশে কে জাগে ? কিন্তু রাতে যখনি বিভূতি চোখ মেলিল, তখনি দেখিতে পাইল পাখা হাতে মাথার কাছে বসিয়া আছে তাহারই ভাই চণ্ডীচরণ।

* * * * * *

রাস্তার ধারের গাছতলাটায় বসিয়া চণ্ডীচরণ একদিন আরাম করিয়া তামাকু খাইতেছিল, রুমাল দিয়া নাক চাপিয়া হলধর সে পথে কোথায় যাইতেছিল, চণ্ডীচরণ বলিল—কি হে হলদা, নাকে তোমার রুমাল কেন ?

তোমার বলায় যে সে সন্তুষ্ট হইল না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়াই টের পাওয়া গেল। এই 'তুমি' সম্বোধনে একদিন সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইত, আজ তাহার কাছে এই সম্বোধনটি ঘৃণার পাত্র হইয়াছে ; কারণ এখন সে ব্যবসায় দুপয়সা করিয়াছে, চটি পায়ে দিয়া সার্ট—গায়ে দিয়া পাড়া বেড়ায়। অনিচ্ছায় যেন জবাব দিল, আর বলো না, বিশু ঠাকুরের বাড়ীর পাশের রাস্তার ধারের জঙ্গলটা হতে এমন বিশ্রী গন্ধ ছেড়ে আসছে—

একগাল হাসিয়া চণ্ডীচরণ বলিল,—তা ও–জঙ্গলটিত ছাড়িয়ে এসেছ বহুক্ষণ! দুর্গন্ধ আটকে রাখতে গিয়ে, দেখো যেন দমটা একদম আটকে না যায়।

রুমালটা পকেটে রাখিয়া হলধর বলিল,—"তা জান কি, ম্যালেরিয়া দুরন্ত ব্যাধি; তার বিষ একবার কোন মতে শরীরে ঢুক্‌লে—"

বাধা দিয়া চণ্ডীচরণ বলিল, তা জানি, কিন্তু—বলি কি, সবারতো আর পকেট নেই, তারা করবে কি?

কেন, তারা কোঁচার খুট নাকে দেবে।

কোঁচা পাবে কোত্থেকে, অনেকের বোধ হয় কপিনটুকুও নেই। মা লক্ষ্মীর চাহনিতে দু পয়সা হয়েছে, কিছুটা খরচ কর্‌লে অবাধেইতো কাজটি হয়, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ'তে গা রক্ষা পায়।

হলধর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"কেন, মিছামিছি পয়সা খরচের দরকার কি? একদিন গায়ের সবাই মিলে,—কতটুকু বা জায়গা,—পরিষ্কার ক'রে দিলেইত চলে।"

মুহূর্ত্তে তাহার হাতখানা ধরিয়া বিনীত কণ্ঠে চণ্ডীচরণ কহিল,—"তবে চলনা দাদা, তুমিওতো গায়ের একজন"।

হলধর কোন কথা সহসা খুঁজিয়া পাইল না, আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিল।

চণ্ডীচরণ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল,—"দুর্গন্ধ হ'তে নিজকে বাঁচায়ে, বেঁচেছ মনে করোনা দাদা, ম্যালেরিয়া হ'তেও

ম্যালেরিয়া ছড়িয়ে যায়। নিজকে বাঁচাতে হ'লে গায়ের সবাইকে বাঁচাতে হবে।"

বিশু ঠাকুরের বাড়ীর কাছে যাইয়া,—চণ্ডীচরণ দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এ গন্ধ বাতাসের সঙ্গে বিশু ঠাকুরের বাড়ীতে পূর্ণ মাত্রায় ভাসিয়া যাইতেছিল; বাড়ীর লোকেরা এ ঘর হইতে ওঘরে যাইতে নাকে মুখে কাপড় ঠাসিয়া ছুটিয়া যাইতে লাগিল। বাড়ী ময় দুর্গন্ধ, বিশু ঠাকুর নাকে মুখে কাপড় দিয়া বারান্দায় বসিয়া, কি করিয়া এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর হাত এড়ানো যায়, বোধ হয় তাহাই ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ চণ্ডীচরণ আসিয়া বলিল,—"দা ঠাকুর, দাওতো একটু খানিক তেল, এতে বেশীক্ষণ থাক্‌লে যে ব্যামো হবে।"

বিশু ঠাকুর অপমান ভুলেন নাই, জবাব দিলেন না, গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

চণ্ডীচরণ আবার বলিল,—"ও দিনের কথায় রাগ করোনা ঠাকুর, দাও একটু তেল।"

বিশু ঠাকুর তথাপি নিরুত্তর।

প্রসারিত হস্তখানা গুটাইয়া লইয়া চণ্ডীচরণ দ্রুত চলিল; দুর্গন্ধ ভেদ করিয়া জঙ্গলে ঢুকিল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা পঁচা শিয়াল দুই হাতে টানিয়া বাহির করিল; বিশু ঠাকুর আড়াল হইতে দেখিলেন, ঘৃণায় থুথু ফেলিয়া বলিলেন,—"রাম্ রাম্, ছোট লোক আর কাকে বলে !!"

* * * *

বিকালে চণ্ডীচরণ গাইটাকে দড়ি ধরিয়া এদিক ওদিক ঘাস খাওয়াইতেছিল, পণ্টু আসিয়া নালিশ জানাইল—'বিভূতি পাখীর ছানা পাড়িতেছে।'

তখনো বিভূতি গাছের উপরেই ছিল, চণ্ডীচরণ আসিয়া ধমকাইল,—"নাম, কুষ্মাণ্ড, মারলে তোদের যেমন লাগে, ওদেরও তেমন লাগে—পড়িস্‌নি ?

পণ্টু বলিল,—"বল্‌লাম যদি, আমায় বলে কি—বলে দিব ? আমায় বলে তোর বাবার গাছরে শালা ?

চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল, গর্জ্জন শুনিয়া পাছে বা সে গাছ হইতে পড়িয়া যায়, তাই রাগের ভাবটা চাপিয়া রাখিয়া সহজ শান্ত স্বরে বলিল,—"ভাই বলে ডাক।"

শ্রীমান বিভূতি গাছ হইতেই পণ্টুকে মনে মনে বুড়ো আঙ্গুল দর্শাইয়া কদর্য্য ভাবে একটা আহার্য্য জিনিষের নাম করিল, মুখে কিছুই বলিল না।

চণ্ডীচরণ একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"কই, বল্‌লিনে ভাই !"

তথাপি বিভূতি অভিমানী দুর্য্যোধনের মত বৃক্ষ-সিংহাসনে গুম হইয়া বসিয়া রহিল, পাণ্ডবকে ভাই বলিয়া ডাক দিল না।

কনিষ্ঠের অবাধ্যতা দেখিয়া চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"ভাল চাইলে শীঘ্যির ভাই বলে ডাক দে ; না, না এ তুই বলিস কি পণ্টু, সে বিগড়ে যাচ্ছে, তাকে দস্তুর মত শাসন করতে হ'বে আমার।

মুহূর্ত্তে সে একটা ছোট্ট ডাল ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে পাতাগুলি ফেলিতে লাগিল।

"এই এই নেমে বল্‌ছি।"

আস্তে আস্তে কিয়দ্দূর নামিয়া একবারে হনুমানের মত লাফ দিয়া বিভূতি মাটিতে পড়িয়া গেল, আর তখন তাহাকে পায় কে? একেবারে বেড়া ডিঙ্গাইয়া চোঁচা দৌড় !!

বর্ষাকাল; বিশু ঠাকুরের বাড়ী জামাই আসিয়াছে। কি দিয়া খাওয়াইবেন, ভাবিয়া ভাবিয়া বিশু ঠাকুর অস্থির হইয়া উঠিলেন। প্রহরেক বেলার সময় হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্য গঙ্গারাম পয়সাগুলি গণ্ডা হিসাবে গণিয়া বিশু ঠাকুরের হাতে দিল. বিশু ঠাকুর হতাশ ভাবে বলিলেন,—"হায়, হায়, বলিস কিরে? মাছও পেলিনে?"

নিরুপায় হইয়া তিনি রান্নাঘরে যাইয়া গৃহিণীকে বকিতে সুরু করিলেন,—"কি পোড়াকপালে তোমরা, বাজারে পর্য্যন্ত মাছ পাওয়া গেল না !!"

"কত্তা মশাই!"

ডাক শুনিয়া বিশু ঠাকুর ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; একটা মস্ত রুই মাছ কাঁধে দ্বারে দণ্ডায়মান কেষ্টা কৈবর্ত্তের উপর চোখ পড়িতেই তিনি চোখ নত করিয়া গম্ভীর হইলেন,—এযে সেই কেষ্টা !!

'ভদ্দর লোক,—অসময়ে মাছটা পেলে কতই না খুসী হবে, ওদিন শাপ দিচ্ছিল, আজ কতই না বর দেবে।' মাছটা আনিবার

সময় মনে মনে ইত্যাদি কত কি সে ভাবিয়াছিল,—কিন্তু বিশু ঠাকুরের ভাব দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইল। "ডাকিয়া দুটো কথা কয় না, এই কি ভদ্দর লোক? এমন ভদ্দর হ'তে ইতর আমরা, আমরাও ত ইচ্ছে করি না। দুনিয়া তাদের পূজো করে. কিন্তু পূজো করবার মত জিনিষ কই তাদের ভেতর? ছি ছি ছি, এই কি ভদ্দর লোক? তাই যদি সত্যি, হে মা দুর্‌গে কেরপা ক'রে আমায় ভদ্দর লোক করোনা, আমি যেন জর্ম্ম জর্ম্ম অভদ্দর হ'য়েই জর্ম্মাই!"

তথাপি কৃষ্ণচরণ আর একবার বলিল, - "কত্তা মশাই, যাই।"

বিশু ঠাকুর চোখে মুখে ঘৃণার ভাব ফুটাইয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন, কেষ্টার দিকে একটি বারও চোখ ফিরাইলেন না।

"ঠাকুরাণ, পেন্নাম, যাই।"

ঠাকুরাণীও আজ তাহাকে বসিতে বলিল না, অগত্যা সে বাড়ী রওনা হইল।

সে চলিয়া গেলে পর মা ঠাকুরাণ দোর গোড়া হইতে মাছটা তুলিয়া আনিল; বিশু ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"চোখ তু'লে চাইলাম না, তবুও 'কত্তা কত্তা' হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট লোক আর কাকে বলে?"

* * * *

কার্ত্তিক মাস; বাজারের পথ পড়িয়াছে। আজ সাত আট দিন যাবৎ চণ্ডীচরণের বিষম জ্বর, তাই তার মা আজ দুই গণ্ডা

পয়সা হাতে গুঁজিয়া দিয়া,—'লক্ষ্মী, সোনামণি, ধনমণি, বাপধন, বাছাধন, কত কি ডাকিয়া, বিভূতিকে বাজারে পাঠাইয়া দিল।

সন্ধ্যা আগত প্রায় তবুও ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, চণ্ডীচরণ লাঠিখানা লইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে মাঠের দিকে চলিল; দুই পা হাটিয়াই বসিয়া পড়ে, আবার উঠিয়া পথ চলে, আবার দুই পা আগাইয়া বসিয়া পড়ে,—এম্নি করিয়া একেবারে বাজারের কাছে আসিয়া বিভূতির দেখা পাইল।

"আরে দে দে, আমার কাছে দে, তুই পারবিনে অভ্যেস নেই।" তরকারীর বোঝাটা এক রকম জোর করিয়াই তাহার মাথার উপর হইতে টানিয়া নিজের মাথে লইল, তারপর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী চলিল।

"যা যা দৌড়ে যা, খাগে তুই, সেই দুপুরবেলা খেয়ে গেছিস্। ও আমি স্বচ্ছন্দে নিতে পারব।"

কিন্তু এই ক্ষুদ্র বোঝাটি বহিতে যে তাহার কত কষ্ট— হইতেছিল তাহা শুধু এক সে-ই জানে; নিজকে বহন করিতে সে অক্ষম, এতটুকু বোঝাই যে তাহার কাছে পর্ব্বত প্রমাণ। কিন্তু এই পর্ব্বত সে বহিতেছিল শুধু এক স্নেহের খাতিরে; দুঃখের বুকে যে সুখ, সেই সুখই—সে সংসারের সকল সুখের সেরা।

* * * * *

দীর্ঘ দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে; এর মধ্যে চণ্ডীচরণের মার কাল হওয়ায় সে একটি বিবাহ করিয়াছে।

একদিন চণ্ডীচরণকে নিভৃতে ডাকিয়া নিয়া তাহার স্ত্রী বলিল,

"দেবরটা এমন হলো কেন? চুরিচামারি, মারধর, গালিগালাজ ক'রে পাড়ার লোককে তো—অস্থির ক'রে তুল্‌লে; এইত ক্ষ্যান্ত পিসি নালিশ ক'রে গেল, ওর একগাছ পেয়ারা নাকি নষ্ট ক'রে দিয়ে এল, তাই বল্‌তে গেল ব'লে কি বিচ্ছিরি—ভাষায় যাচ্ছে তাই ব'লে পেয়ারা ছুঁড়ে মার্‌লে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চণ্ডীচরণ বলিল,—"শুদ্ধ পাড়ার লোককে ক্ষেপিয়ে তুলছে না কমলা, তুল্‌ছে গাঁয়ের সমস্ত লোককে। কি করবার শক্তি আছে আমার! বাবা তাকে মানুস করতে ব'লে গেছেন, কিন্তু মানুষ করতে যে জিনিসগুলোর দরকার, তা আমায় দিয়ে যান্‌নি; পিতার মত স্নেহ করতে আদেশ দিয়ে গ্যাছেন, পিতার মত শাসন করতে ব'লে যান্‌নি।"

এমন এময় ও পাড়ার বগলা দিদি 'হা হতোস্মি' করিতে করিতে এখানে আসিয়া হাজির হইল।

চণ্ডীচরণ বলিল,—"কি ঠান্‌দি, এমন অসময়ে যে!"

ঠান্‌দিদি ভীষণ এক চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবারে আমার সব্বনাশ হয়েছেরে বাবা, আমার সব্বনাশ হয়েছে।"

সবিস্ময়ে স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে বলিল,—"কি কি ঠান্‌দি।" গলা চড়াইয়া বগলা দিদি কাঁদিতে লাগিল,—"সব্বনাশরে বাবা, বড় সব্বনাশ! হায় হায় নিশত্তোরে পো—জোর গলায় চণ্ডীচরণ বলিল,—"খুলে বল না ঠান্‌দি কি হয়েছে?"

বগলা দিদি ফেনোদগীরণ করিতে করিতে কাসির ভিতর দিয়া চেঁচাইয়া বলিল,—"বড়ই সব্বনাশরে বাবা, বড়ই সব্বনাশ।"

বগলা দিদির মুখের অবস্থা দেখিয়া কমলীর হাসি আসিবার মত হইল ; অতি কষ্টে তাহা দমন করিয়া রাখিয়া শান্তস্বরে বলিল,—“বিষয়টা কি, তা প্রকাশ না করলে, কেমন ক’রে বুঝব ঠান্‌দি !”

বগলা দিদি তাহার শুষ্ক নিরস কঠিন হাত দুখানা নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—“কত যত্ন আত্তির ক’রে—হায়, হায় পূজো আচ্ছায় পাড়ি না, পরের দুয়ারে মেগে—হায় হায়, নিজের মুখে দেই না—ডালিম যেন আমার এক কাঁদি নারকেল, গাছ আলয় করে ফুটে থাক্‌ত, হায় হায়—”

চণ্ডীচরণ সরোষে বলিল,—কে চুরি করেছে তাই বল।”

শুষ্ক চক্ষু দুইটি আঁচল দিয়া মুছিতে মুছিতে বগলা দিদি বলিল,—“পরাণটা আই ঠাই করে দুটো নারকেলের লাড়ু খেতে, গাছের কাছে গিয়ে ফিরে আসি—হায় হায়।”

চণ্ডীচরণ ধমক দিয়া বলিল,—“ও ইতিহাস শুন্‌তে চাইনে, কে চুরি করেছে তাই বল, বিভু ?”

বগলা জবাব দিল না, কাসিতে লাগিল।

চণ্ডাচরণ আবার বলিল,—“চুরি করেছে কে, বিভু ?” বৃদ্ধা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল,—“তা, না, হুঁ,—সেইতো গায়ে—”

“তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?”

বৃদ্ধা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কমলার দিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিল,—“কি রান্না করেছিস লো কমলি ?” ধমক দিয়া চণ্ডীচরণ বলিল, “চুরি করতে তাকে দেখেছ কি না তাই বল।”

বৃদ্ধা অন্য দিকে চোখ রাখিয়া বলিল,—"না দেখ্‌লে কি আর এয়েছি ?"

"তবেরে হারামজাদি।"

মুহূর্ত্তে বিভূতি আসিয়া চোখ মুখ লাল করিয়া সমুখে দাঁড়াইল। সে এতক্ষণ পাশের বাড়ীর উঠানে কলসী ভাঙ্গা দিয়া সুদীর্ঘ সরল রেখা টানিতেছিল, বুড়ীর চেঁচামেচি শুনিয়া চুপি চুপি ঘরের কোণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বিভূতির দিকে চোখ রাখিয়া চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"মুখ দিয়ে এ সব বেরোয় কিরে শূয়র, তুই নারিকেল চুরি ক'রে আনিস্ নি ?"

বিভূতি জোর করিয়া বলিল,—"হাঁ, এনেছি," "তা হলে তাকে গাল দিলি কেন ?"

তেজস্বিভাবে চোখে চোখ রাখিয়া সহজ সরল ভাবে বিভূতি বলিল,—"ও মিথ্যে বল্‌ছে কেন ? ও ত দেখেনি।"

বগলা ও বিভূতি চলিয়া গেলে পর চণ্ডীচরণ তাহার স্ত্রীকে বলিল,—"দেখ্‌লে কত বড় বুকের পাটা ! চুরি করতে সে যেমন শিখেছে,—সত্যি কথা বল্‌তেও তেমন শিখেছে। স্নেহের শাসনে চুরি করা তার আর বারণ করতে পারব না, তার বাড়া কোন শাসন করবার অধিকারও আমার নেই,—কিন্তু একদিন সে শুধরাবে। আজ সে "ফাকা আওয়াজ" বলে আমার কথা উড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এমন একদিন আসবে যে দিন সে এই ফাকা আওয়াজের ভিতর কত কি খুঁজে পাইবে।"

তারপর একটু থামিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আর একটু উচু গলায় বলিল,—"আধার ভিন্ন কোন জিনিস হ'তে পারে না,—সমুদ্র, শুধু জল আর জল নয়,—নীচে তার মাটি, জগতে কোন কিছু ব্যর্থ হ'তে পারে না কমলা, এই ফাকা আওয়াজেও একটা মহৎ কাজ হচ্ছে তার বুকে সত্য কথা বলবার সাহস ঢেলে দিচ্ছে। সেই চুল কাটা নিয়ে একদিন এক টুক্‌রো মিথ্যে কথা, বলেছিল, তাই একটু ঝাক্‌রে দিয়ে মিথ্যাটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি। সে হ'তে কখ্‌খনো সে এক ফোটা মিথ্যে বলেনি। যেম্নি জিজ্ঞেস করেছি ; 'চুরুট খেয়েছিস অম্নি বলেছে হু', 'তাস পিটেছিস্,' অম্নি বলেছে হু'। দেখ দেখি বুকের কত বড় জোর বাড়িয়ে দিয়েছে এই 'ফাকা আওয়াজ !'

* * * *

আজ বিশু ঠাকুরের বাড়ীতে মহা হুলস্থূল। চারি দিক ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া জড় হইয়াছে,—কে নাকি বক্তৃতা করিবে।

বক্তৃতা দুইটাতে সুরু হইবার কথা ছিল, তিনটায়ও সুরু হইল না ; সভার লোক গোলমাল করিতে লাগিল, হাই তুলিতে লাগিল, ঘন ঘন উঠা বসা করিতে লাগিল, তামাকের ধুয়ায় জায়গাটা অন্ধকার করিয়া ফেলিল।

কিয়ৎক্ষণ পর ঘাটে জাহাজ ভিড়ার মত ভুড়িওয়ালা বাগ্মী মহাশয় ঘর হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে আসিলেন।

বিজ্ঞের মত চারিদিক একবার চাহিয়া লইয়া গম্ভীর স্বরে

বক্তৃতা সুরু করিলেন। অনেক কিছু বলিয়া শেষে বলিলেন,—"আপনারা সংসারের ব্যয় সংক্ষেপ ক'রে যে টাকাটা মাসিক বাঁচাতে পারবেন,—গ্রামে যে দরিদ্র ভাণ্ডার থাক্‌বে,—সংসারেই ব্যয় হ'য়ে গ্যাছে ভেবে ঐখানে—ফেলে দেবেন। বিলাসিতায় আমাদের অনেক নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে, এক টাকার ধুতিতে যদি আমাদের চলে, তা হ'লে এর মধ্যে দুটাকা খরচ কর্‌তে যাই কেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

বক্তৃতা সমাপ্তে ধীরে ধীরে তিনি আসন গ্রহণ করিয়া চাদরের খুঁটে মুখ মুছিতে লাগিলেন।

করতালীর সঙ্গে মানুষ ঠেলিয়া চণ্ডীচরণ টেবিল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, উপস্থিত সকলেই তাহার দিকে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া রহিল।

চণ্ডীচরণের শরীরে সামর্থ্য ছিল, জোর গলায় চেঁচাইয়া বলিল,—'ভাই সব, দুটো কথা বল্‌তে আমি এখানে দাঁড়ায়েছি,—শুন,—এই যে তোমরা তামাকের ধূঁয়ায় জায়গাটা অন্ধকার ক'রে দিচ্ছ,—এই যে তামাক খাওয়া, এটাও তো বিলাসিতারই একটা অঙ্গ; যা, না হলে আমাদের চলেনা, তা ছাড়া সকলই বিলাসিতার জিনিস্, এটা ত আমাদের না হ'লেও চলে; আজ ছেড়ে দাও তা হ'লে সব্বাই। শুধু বক্তৃতা শুনে যেওনা, কাজ কর; তিল পরিমাণ কর, তাই একদিন তাল পরিমাণ হ'বে। এখানের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচশ লোকে তামাক খাও, যদি ছাড়তে পার, প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা থেকে যাবে; দাও গুটা দরিদ্র ভাণ্ডারে ফেলে।"

এমন সময় একবার গগণ বিদীর্ণ করিয়া করতালী উঠিল। উৎসাহিত হইয়া চণ্ডীচরণ বলিতে লাগিল—"শুধু আসা যাওয়া করোনা,—একটা কিছু কর। বল এই সভার মাঝে, আজ হ'তে কে কে তামাক ছাড়বে? ফাঁকি দিতে চেষ্টা করোনা, তা হলে নিজেই ফাঁকিতে পড়বে জেনো মাথার উপর খোদা রয়েছেন। বল ভাই দাঁড়িয়ে, কে কে তামাক ছাড়্‌লে? প্রথমেই আমি প্রতিজ্ঞা করলুম,—'আজ হ'তে আর তামাক খাব না।'

কেহই উঠিল না, সকলেই মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

চণ্ডীচরণ বলিল,—"যদি কাজ না করবে, তবে কিসের জন্য এ করতালি দেওয়া? একি যাত্রা শুন্‌তে এসেছ?"

সভা নিস্তব্ধ; অন্ধকার রাত্রি হইলে এস্থানে মানুষ আছে কি না বোঝা যাইত না; দিনের আলোতে দেখা যাচ্ছে,—যেন কতকগুলি মৃণ্ময় মূর্ত্তি!! সত্যই এ মাটীর মূর্ত্তি তৈরী হচ্ছে আর বিসর্জ্জিত হচ্ছে—প্রাণ থাকিলেত সাড়া দিবে? প্রাণ থাকিলে ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে?

* * * *

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে; বিভূতি মেট্রিক পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিয়াছে।

চণ্ডীচরণ ডাকিল,—আয়ত বিভু ক্ষেতে যাই।" বিভূতির মুখের উপরে একটা ঘৃণার ছায়া ভাসিয়া উঠিল, কোন কিছু বলিল না।

কমলা বলিল, "ও লেখাপড়া শিখেছে, ও যাবে ক্ষেতে?"

চণ্ডীচরণ বলিল,—"কাজ করতে নয় গো. দেখিয়ে দিতে।" দেখো এবার কত ফসল পাই ; আমরা ক্ষেতের কি জানি— বাঁধাধরা কাজ ক'রে যাই, আজ দেখিয়ে দেবে ও।"

সবিস্ময়ে বিভূতি বলিল,—"আমি ক্ষেতের কি জানি!" চণ্ডীচরণ যেন আকাশ হইতে পড়িল,—"বলিস,—কিরে, ওসব তোদের শিক্ষে দেয় না ? এত বড়টা পাশ করবি"—

বাধাদিয়া সহাস্য মুখে বিভূতি বলিল,—"ওসব ছোট লোকেরা শিখে, ওসব কি আর ইস্কুলে পড়ানো হয় ?"

যথাকালে পরীক্ষার ফল বাহির হইল, বিভূতি পাশ করিল ; চণ্ডীচরণ বড় অস্থির হইয়া পড়িল,— বাবার অন্তিম অনুরোধ তাহার মনে—পড়িয়াছিল ; একে ওকে জিজ্ঞাসা করিতে—লাগিল, "এর উপর কি লেখাপড়া আছে ?"

অনেক দিন চলিয়া গেল ; একদিন বিকালবেলা চণ্ডীচরণ কাপড় বুনিতেছিল—আর গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া গাহিতেছিল,— "পতিত তারিতে এলে ধরণীতে, পতিত পাবন তুমি হে" এমন সময় সংবাদ আসিল, এক ভুড়িওয়ালা গোসাই গ্রামে আসিয়া হুলস্থুল কাণ্ড—বাঁধাইয়াছেন, সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ—'যাচিয়া যাচিয়া প্রতি ঘরে ঘরে বিলাইছে হরি নাম ;—চণ্ডীচরণ তাঁত ফেলিয়া উঠিল ভট্টাচার্য্যদের পুকুর পারের গাছ তলায় তখন একটা ছোট-খাট হাট বসিয়াছিল। চারিধারে স্ত্রী পুরুষে অনেক লোক— মাঝখানে তিলক কাটা মহাপ্রভু বিবাহের যাত্রাকুম্ভের মত ধীর স্থির গম্ভীর।

চণ্ডীচরণকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অনেকে তাহার বিষয় আলোচনা করিতে লাগিল; সে দেখে নাই তাহাকে, যে দেখিয়াছিল সে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, - "ঐ দেখ গোয়ার, গোবিন্দটা ঝড়ের মত আস্‌ছে,—না জানি কি কাণ্ডই করে বসে।'

মহাপ্রভুও তাহাকে দেখিয়াছিলেন এবং পাগল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন,—এখন সম্যক পরিচয়টুকু জানিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন,—"কোন মতে এর কাণে একটা 'ফু' দিয়া দিতে পারিলে—তবে কাজ হয়।"

চণ্ডীচরণ ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে লোটাইয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলো লইয়া বুকে দিল; গোঁসাই তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। মুখ ক্যাৎ করিয়া এক পাশে ফেলিয়া দিলেন।

চণ্ডীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"দেখ ঠাকুর এই ছোট লোকদের মন্তর দেও ক্ষতি নাই,—কিন্তু মাছ মাংস খেতে নিষেধ করো না; করবে যদি তাদের কর, যাদের দুধ ঘিয়ের অভাব হয় না। আম্‌রা সারাদিন হাড়ভাঙ্গা মেহান্নত করি, রোদে পুড়ি, বিষ্টিতে ভিজি যদি মাছ মাংস না খাই শরীর বজায় থাক্‌বে কেমন করে? জানি না শাস্তরের কথা—আমার মনে হয় শরীর আগে, পরে ধর্ম্ম; ঘর বেঁধে তবে ছাবতা বসাতে হয়।"

গোঁসাই সেদিকে আর ঘেসিলেন না,— গম্ভীর স্বরে ভক্তবৃন্দকে কহিলেন,—"তোমরা কেও কাওকে ঘৃণা করো না; সংসারের সব সমান, এক ভগবান হ'তে সব বের হ'য়ে এসেছে।"

সরোষে চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"তা হলে ঠাকুর, ঐ মাটির তাম্বুল তু'লে তোমার মুখে দিতে হবে! মুখে বল্‌ছ ঘেন্নার উচ্ছেদ করতে—আর কাজে তুমি ঘেন্না করা শিখিয়ে দিচ্ছ।

গোঁসাই ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া ভূঁড়ি হাতড়াইতে লাগিলেন।

—+—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিভূতিভূষণ কলিকাতা আই, এ, পড়িতে গিয়াছিল কিন্তু দুই মাসের বেশী পড়িতে পারিল না; উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে অবাধে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

খেয়া বাঁধিয়া না রাখিলে স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইবেই, সেতো কোন দিন নিজকে বাঁধিতে শিখে নাই,—এমন স্রোতের মুখে রহিবে কেমন করিয়া? এখানের স্রোতের চেয়ে যে ওখানের স্রোতের অনেক বেশী বেগ! সে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, অবিরাম ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কাহাকে ডাকিলও না ধরিয়া তুলিতে, হায়!!

'ভাই বিদেশে পড়ে, জজ হ'বে দারোগা হ'বে'—চণ্ডীচরণের মনে কত আনন্দ কত আশা! সে জমি বেচিয়া খরচ যোগাইতে লাগিল।

বুকের রক্ত বেচা টাকা যে শুঁড়ির দোকানে আর বেশ্যার বাক্সে উঠিতেছিল, ভাইয়ের কুকামনার খোরাক যোগাইতেছিল—তাহা চণ্ডীচরণ জানিবে কেমন করিয়া?

চণ্ডীচরণ ক্রমান্বয়ে পাঁচ সাতখানা পত্র ভাইএর কাছে দিল,—ভাইএর সেই একই জবাব,—"এখন নয়, আই, এ, পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী আসব।"

* * * * * * *

বিভূতি বাড়ী আসিয়াছে; স্নেহের খাতিরে নয়,—পঁচিশ টাকায় তাহার চলে না, আরও পাঁচ টাকা বাড়াইয়া নিতে।

আজ চণ্ডীচরণের মনে কত আনন্দ, মুখ হাসিময়। মুহূর্ত্ত মধ্যে সাড়া গা ঘুরিয়া সংবাদ দিয়া আসিল,—তাহার ছোট ভাই বিভূতি বাড়া আসিয়াছে।

তাহার এ ব্যাকুলতা দেখিয়া অনেকে চোখ টিপিয়া হাসিল; জোর গলায় চণ্ডীচরণ বলিল,—"বিশ্বেস হলো না, সত্যি এসেছে; না হয় দেখেই এসনা একবার।"

'ভাই আই, এ, পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে; আই, এ, না জানি কত বড় বিদ্যা!! বুঝি এ পাশ ক'রেই ভদ্দর লোক জজ হয়; ভাই আমার জজ হবে, আমি জজের দাদা হব, ভদ্দর লোকদের মত সেও তো মাচিয়ায় উঠে বস্‌বে।"

গ্রামে দশধারার মোকদ্দমার সময় সে হাকিম দেখিয়াছিল; মনে মনে ভাইকে সেই উঁচু আসনে বসাইয়া দেখিতে লাগিল, কেমন মানায়!!!

আজ সে বড় অস্থির গতি ; এমন বুঝি সে এ জীবনে আর কোনদিন হয় নাই। এক একবার রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া কমলাকে তাগিদ দিতে লাগিল,—"শীঘ্যির রান্না শেষ কর, বিভুর বোধ হয় ক্ষিধা পেয়েছে,—সকালে খেয়ে অভ্যেস। আর এক এক বার ছুটিয়া গিয়া খোলা জানালাটায় চোখ রাখিয়া দেখিতে লাগিল, বিভূতি কি করিতেছে।

বিভূতিভূষণ দাদার এই অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল।

আসিয়াও বিভূতিভূষণ দাদাকে নমস্কার করে নাই,—যাইবার সময় ভিতর হইতে কে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেই—সে ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিল। কিন্তু টাকার কথা যে এখনো বলা হয় নাই, না বলিলেই বা চলে কই।

চণ্ডীচরণ বড় ঘরের মেঝেতে দাঁড়াইয়াছিল, বিভূতি জুতো, সার্ট পরিয়া ঘরে ঢুকিতেই তাহার মনে হইল, ভাই বুঝি প্রণাম করিতে আসিয়াছে, এখনি পায়ে ঢলিয়া পড়িবে! "থাক্ থাক্" বলিয়া দুইপা আগাইয়া চণ্ডীচরণ বিভূতিকে বুকের মাঝে টানিয়া লইল।

টাকার কথা বলিতেই চণ্ডীচরণ বলিল, তা তুই কিচ্ছু ভাবিস্‌নে, আমি পাঠাব। মন দিয়ে পড়িস্, দুধ দইটে খাস্, কুসঙ্গ হতে দূরে স'রে থাকিস্।"

তারপর একটু থামিয়া বলিল,—হ্যারে বিভু, পড়ার শেষ হ'তে আর কতদিন আছে?

বিভূতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—বছর দুই।

"তা দু বছর আর কি, নিশ্বেস ফেল্‌তেই চলে যাবে।"

বিভূতি চলিয়া গেলে পরও চণ্ডীচরণ শূন্য পথটার পানে ছবির মত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল; বড় বড় দুইটা ফোটা টপ্ টপ্ করিয়া পায়ের নীচে ঝরিয়া পড়িল,—উপরে চাহিয়া গদ্‌গদস্বরে কহিল,—"মঙ্গলময় বিভো! বিভুর মঙ্গল করো।"

* * * *

চৈত্র মাস; গ্রামে ওলাওঠা লাগিয়াছে, প্রতি নিয়তই একজন দুজন করিয়া মরিতেছে। চারিদিক হইতে হরিধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ ফাটাইয়া দিতেছে। শ্মশানের আগুণ আর নিভে না; রাত্রিকালে এ বাড়ী হইতে ও বাড়ী যাইতে ভয় হয়, ঝাকে ঝাকে কাক কলরব করিয়া চালের উপর ঝাপাইয়া পড়ে, ক্ষণে ক্ষণে শিয়ালগুলো সমস্বরে ডাকিয়া উঠে।

এমন ভয়ের মধ্যেও চণ্ডীচরণের প্রাণে ভয় নাই! সারা রাত সে বাঁশের লাঠিটি কাঁধে ফেলিয়া শ্মশানে শিবের মত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়; এ ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলে,—"কেমন আছে খোকা," ও ঘরের দুয়ারে যাইয়া বলে,—"ভয় নাই"। রাম ঠাকুরের আজ বড় বিপদ! ছেলেকে বুকে লইয়া চীৎকার করিতেছে,—" ওরে যা তোরা, দুজনে মিলে যা; দু মাইলের রাস্তা বৈত নয়, ডাক্তার ডেকে আন! তার হাতের জল খেয়ে মরুক সে।"

ঘর ভরা বাড়ীর লোক,—কেহ কোন জবাব দিল না শুধু "হায় হায়" করিতে লাগিল।

রামঠাকুর চেঁচাইয়া বলিল,—"হয়ত কাল এসে ডাক্তার তাকে খুজে পাইবে না, পায়ে ধরি আমার বাছাকে তোরা বাঁচা। ওরে আমিও ত যেতে পারতেম, কিন্তু ফিরে আসবার আগেই যদি তার ডাক পড়ে, আর যাবার সময় যদি সে আমায় খোঁজে—তাইত যেতে পাচ্ছি না,—তোরা যা, তোরা যা—"

বাহির হইতে এ সময় কে বলিল,—"আমি যাচ্ছি দা ঠাকুর"

খোকাকে ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তে চণ্ডীচরণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া রাম ঠাকুর ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—চণ্ডীচরণ, তুই ই আমার সত্যিকার ভাই; এক মায়ের পেটের হ'লে শুধু হয়না রে—ঐ দেখ, এক মায়ের পেটের ভাইগণ আমার কেমন ধীরভাবে বসে আছে। ওরে তোরা যা সরে যা সব,—তোরাইত যম কিঙ্কর।"

রামঠাকুরকে সান্ত্বনা দিয়া চণ্ডীচরণ অন্ধকারে মিশিয়া গেল। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার; বিষাদময়ী প্রকৃতি স্তব্ধতার মূর্ত্তিটি বুকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে! শেয়ালের হাক আর কাকের ডাক ভিন্ন কোন কিছু আর শ্রুতিগোচর হয় না; মাঝে মাঝে মাত্র কোন্ পুত্র হারার একটা বুক ফাটানো করুণ ক্রন্দন চারিদিক কাঁপাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে,- "বুক শূন্য ক'রে কোথায় গেলিরে বাপ আমার!"

নির্ভীক চণ্ডীচরণ মাঠে নামিয়া গান ধরিল,—

"গৌর বিনে এসংসারে কি আছে আর আপনার
গৌর করম গৌর ধরম গৌর প্রাণ আমার।"

ওলাওঠার প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ পানীয় জলের অভাব; গ্রামে মাত্র একটা পুকুর ছিল, গভীর হওয়ায় তাহার জল এখনো নষ্ট হয় নাই,—সেটি হচ্ছে বিশু ঠাকুরের। গ্রামস্থ সমস্ত লোক এই পুকুরের জলই এখন খাইতে সুরু করিয়াছে; কিন্তু এও বুঝি আর ভাল থাকে না। বিশুঠাকুর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন, গরু পর্য্যন্ত স্নান করাইতেছেন; অথচ জল নিতে আসিলে পাড়ার লোককে বকিয়া একশেষ করিতেছেন।

আর একদিন গরু লইয়া নামিতেই চণ্ডীচরণ রাখালের কোমর ধরিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল—"ভাল চাস্‌তো সরে যা, নৈলে এক কিলে মাথাটা গুড়িয়ে দেব।"

রাখাল ভয়ে ভঙ্গ দিতেছিল, গণ্ডগোল শুনিয়া বিশুঠাকুর রঙ্গস্থলে আসিয়া হাজির হইলেন,—সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"আমার পুকুর, ওর বাপের নয়, নামা তুই শীঘ্যির।"

রাখাল দড়ি ধরিয়া নামিতেছিল, চণ্ডীচরণ সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে ঘাটের উপর ফেলিয়া দিল; বিশুঠাকুর বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিলেন,—"তবেরে শালা ছোটলোক, তোর এত সাহস! বাড়ী তেড়ে মারতে আসিস্‌!

শান্তস্বরে চণ্ডীচরণ বলিল,—"বকো আর যাই কর, এ পুকুরে অত্যাচার করতে দেব না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে বিশুঠাকুর বলিলেন,—"বাড়ী তেড়ে তুই আমার চাকরকে খুন করেছিস্, আমি তোকে জেলে দেব।"

সত্য সত্যই তখন রাখালের কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। এই সামান্য ধাক্কাটুকুতে এতটা ঘটিয়া যাইবে চণ্ডীচরণ তাহা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল না; চোখ পড়িতেই তাড়াতাড়ি ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিল।

সুযোগ পাইয়া বিশুঠাকুর নিজেই গরুর দড়ি ধরিয়া জলে নামিবার উদ্যোগ করিলেন; ক্ষত স্থান ছাড়িয়া দিয়া চণ্ডীচরণ দুই হাতে তাঁহার পা দুইটী জড়াইয়া ধরিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল,—"দাঠাকুর গাঁ উজার হলো, রক্ষে কর; চোখ বুঝবার আগে অন্ততঃ এক ঝিনুক ক'রে এ অমৃদ খেতে দাও।"

রুক্ষস্বরে বিশুঠাকুর বলিলেন,—"পাড়ার লোক মরবে, আমার কিরে শালা? কার ভয়ে আমার পুকুরে আমি অত্যাচার কর্‌বনা?"

"আমার ভয়ে" মুহূর্ত্তে চণ্ডীচরণ বিশু ঠাকুরের হাত হইতে দড়িখানি এক টানে ছিনাইয়া লইল; নালিশ করিবে বলিয়া বিশু ঠাকুর সাক্ষী হইবার জন্য পাড়ার লোককে ডাকিতে লাগিল।

সবিনয়ে চণ্ডীচরণ বলিল,—"সাক্ষীর যোগাড় করতে হবে না দা ঠাকুর, সত্যি কথা বলে আমি নিজেই জেলে গিয়ে ঢুক্‌ব।"

বিভূতিকে পড়াইবার জন্য কিছু জমি পূর্ব্বেই বেচা হইয়াছিল, এইবার বাকী কয় কাণি বেচিয়া চণ্ডীচরণ সমস্ত টাকা ভাইএর

নিকট পাঠাইয়া দিল; সে যদি জেলে থাকেতো কে বিভূতিকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইবে? একদিন বিলম্ব হইলে হয়ত তাহার কত অসুবিধা হইবে।

বিশু ঠাকুর ক্যায়দা পাইয়াছিলেন, জানিতেন চণ্ডীচরণ মিথ্যা বলিবে না, মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিলেন। চণ্ডীচরণ বুক ফুলাইয়া দুই মাসের মেয়াদে জেলে গেল।

যাইবার সময় একবার মাত্র তাহার চোখ দুটি ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কাউকে কিছু বলিল না; নীরবে বিশু ঠাকুরের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া হাত কড়া পরিতে নীরবে হাত দুটি বাড়াইয়া দিল।

বিশু ঠাকুর মনে মনে হাসিয়া মনে মনে বলিলেন—"আচ্ছা জব্দ করেছি এবার! যেমন গরু তেমন গোয়াল চাই, নৈলে কি হয়? যাবার সময় পায়ে পড়্তে আসে, দেখে দয়া হয় কি না? তোকে কর্বে দয়া বিশু ঠাকুর? আরে ছ্যা ছ্যা ছ্যা!! কোথায় পালাল এখন বাপু হাক ডাক, লম্ফ ঝম্ফ, শেকল দেখে হৃদ্‌কম্প হয়েছে বুঝি? বুঝেছিলি গায়ের জোরই সকল জোরের সেরা, না? ওরে, গাধা, তা হ'লে যে মানুষ পৃথিবীর রাজা হতো না, রাজা হতো হাতী!"

দুই মাস পর চণ্ডীচরণ বাড়ী আসিল,—শরীরে সেই শক্তি, বুকে সেই উদ্যম, মুখে সেই হাসি! এক কথায় যাহা যাহা সে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, সমস্তই আবার ফিরাইয়া আনিয়াছে; কারাকক্ষে কিছুই রাখিয়া আসে নাই। দুঃখের ভ্রুকুটি কুটীল

কটাক্ষকে সে এম্নি সাহাস্য মুখে উপেক্ষা করিতে পারে, সেইত সংসারাশ্রমের শক্তিমান সিদ্ধসাধক।

বিকালে বিশু ঠাকুরকে সমুখে পাইয়া,—"দা ঠাকুর পায়ের ধূলো দাও" বলিয়া চণ্ডীচরণ পা ছুঁইতে ঝুকিয়া পড়িতেছিল,—বিশু ঠাকুর ছোঁয়াচে রোগের আশঙ্কায় যেন দুই পা পিছাইয়া গেলেন।

চণ্ডীচরণ ছাড়িল না, জোর করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

বিশু ঠাকুর বিশেষ করিয়া তাহার শরীরটা দেখিয়া লইয়া অস্ফুটে বলিলেন,—"কম্‌বে কি ক'রে শরীরটা, লজ্জাতো নেই,—অন্য হ'লে লজ্জায় আধখানা হ'য়ে যেত, ভাবনা চিন্তায় মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ত! ওর শরীর যেন আরো কতটুকু বেড়ে গ্যাছে, হ্যাঁ, ছোটলোক আর কাকে বলে? এদের শাস্তি দেওয়াও মিছে, শুধু টাকার শ্রাদ্ধ।"

বিভূতি বলিয়া গিয়াছিল দুই বৎসরে পড়া শেষ হইবে; সেই অবধি চণ্ডীচরণ গণিয়া আসিতেছে। গণনায় দুই বছরের উপর দুই মাস চলিয়া গেল, তবু সে বাড়ী আসিল না কেন? একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় চণ্ডীচরণের বুকটা ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে লাগিল! চিঠির পর চিঠি দিয়াও জবাব পায়না কেন? কোন অসুখ করেনিত? টস্‌ টস্‌ করিয়া দুই ফোটা অশ্রু পায়ের তলায় ঝরিয়া পড়িল। সে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া এক বিরাট পুরুষকে ডাকিয়া বলিল,—"হে গৌরচাঁদ, হে মহাপ্রভু, হে দয়াময়, সুস্থ

শরীরে বিভূতিকে বাড়ী পেঁাছে দাও, আমি পাঁচ সিকার হরির নোট দেব।"

বড় ঘটা করিয়া চণ্ডীচরণ শনি পূজা দিল, কমলা মঙ্গলচণ্ডীর উপবাস করিল।

আরও মাসখানেক চলিয়া গেল, তবুও বিভূতি আসিল না দেখিয়া চণ্ডীচরণ বড় অস্থির হইয়া উঠিল, স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল,—"ওগো, সন্ধ্যার গয়নায় আমি কলকাতা রওনা হব, তুমি এক কাজ কর দেখি; পেট্রা হ'তে তার হাতের একটা চিঠি বের ক'রে দাওত, আমি তার ঠিকানাটা জেনে আসি।"

কমলা সবিস্ময়ে বলিল,—"ওমা' তুমি যেতে পারবে কলকাতায়? বিদ্যে জানা লোকই নাকি হার মানে?

ছল ছল চোখে চণ্ডীচরণ বলিল.—"অনুরাগ আমায় টেনে নিবে কমলা, আমি পারব।"

ধূসর সন্ধ্যায় মাথার উপর কাল মেঘ লইয়া 'জয়প্রভু' বলিয়া চণ্ডীচরণ গহেনায় উঠিল,—গহেনা হইতে নামিয়া একজনকে ধরিয়া কলিকাতার টিকিট কবিল এবং যথা সময়ে গাড়ী চাপিয়া বসিল।

ধপ্ ধপ্ ধপা ধপ্ শব্দে গাড়ী নাচিয়া চলিল, চণ্ডীচরণের মনে হইল বুঝি বা সে পড়িয়া যায়; দরজা আটিতে উঠিয়া গেল, হাস্যাস্পদ হইয়া ফিরিয়া আসিল।

ষ্টেশনে গাড়ী থামিলেই, সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে তাহাকে এখানেই নামিতে হইবে কি না?

ক্রমে ট্রেইনখানা শিয়ালদহ আসিয়া থামিল। পার্শ্ববর্ত্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সে নামিয়া পড়িল; অন্যদিকে যাইতেছিল, পেছন হইতে কে ডাকিয়া বলিল,—"এই এই এই মশায়," সে ফিরিল। যে ডাকিয়াছিল, সে টিকেট কালেক্টর।

কিয়ৎদূর আসিতেই সে দেখিল একজন পৈতাধারী ওপাশে দাঁড়াইয়া আছে। চণ্ডীচরণ গড় হইয়া প্রণাম করিল।

পাঁড়ে মশাই চক্ষু উল্টাইয়া বলিল,—"ক্যায়া মাঙ্‌তে"।

চণ্ডীচরণ বুঝিল না, ভ্যাবাচ্যাকা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পাঁড়ে মশাইয়ের মাহিনা গত কাল আট গণ্ডার পয়সা বাড়িয়াছে, চোখ তুলিয়া একবার চাহিয়াই চলিয়া গেল।

চণ্ডীচরণের ভয় হইল পাছে বা কলিকাতার সকলেই এমন করিয়া বলে! আর ভয়ই বা কি, বিভূতিইতো রহিয়াছে; সংসারের কোন কিছুইত তার অজানা নাই।

দুইজন ভদ্রলোক কথা কহিতে কহিতে তাহার কাছ দিয়া আসিতেছিল, সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আমার ভাইএর কাছে যেতে হ'লে, কোন পথ দিয়ে যেতে হ'বে?"

"কোথায় থাকে আপনার ভাই?"

চণ্ডীচরণ জিভ্‌ কাটিয়া বলিল,—"আহা, আমায় 'আপনি' বলবেন না; আমি ভদ্দর লোক নই, চাষা; তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আমার ভাই; সে এখানে পড়ে, নাম বিভু।"

"কোথায় থেকে পড়ে সে?"

স্মরণ করিয়া চণ্ডীচরণ বলিল,—"এই এই মাছের বাজার না কি ধরে ওটাকে ?" "মেছুয়া বাজার ?"

"হাঁ হাঁ তাই হবে ; কি নাম বল্লেন ওটার,—

"মেছুয়া বাজার ।"

"তা মেছুবাজারে কোন পথে যেতে হয় ?"

ভদ্রলোক রাস্তাগুলির নাম বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"এই রাস্তাধরে খানিকটা গিয়ে অমুক রাস্তায় পড়তে হবে ; তারপর ঐটার ভিতর দিয়ে অমুক রাস্তা বায়ে রেখে—ইত্যাদি ।"

পাঠার মন্ত্র শোনার মত চণ্ডীচরণ শুধু দাঁড়াইয়া শুনিল, চিনিবে কোথেকে ?"

মাথার পাগ্‌ড়িটা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া "জয় প্রভু" বলিয়া লাঠিটা কাঁধে তুলিয়া লইল ; তারপর সমুখের রাস্তাটা ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিল।

জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সে মেছুয়া বাজারের রাস্তায় আসিয়া পড়িল। দুই ধারে চাহিতে চাহিতে সে পাগলের মত ছুটিয়া চলিল।

জীবনে কোন দিন কল্পনায়ও সে এমন দেখে নাই, তবুও কোন সুদৃশ্য তাহাকে ক্ষণেকের জন্য দাঁড় করাইতে পারিল না ; সেত এই সব দেখিতে আসে নাই, সে যে আসিয়াছে তাহার ভাইকে দেখিতে। হায় চণ্ডীচরণ, তুমি যাকে খোঁজ, সে কি এখনো ভাসিয়া আছে ? সে যে বহুদিন উচ্ছৃঙ্খলতা-জলধির অতল-জলে তলাইয়া গিয়াছে !!

"হেই হেই হেই"——

গারোয়ান সামলাইতে পারিল না, মুহূর্ত্তে বলিষ্ঠকায় ঘোড়াটা চণ্ডীচরণের ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল ; সে এতটুকুও সতর্ক ছিল না, বড় ব্যথা পাইল, ডান হাত খানি ভাঙ্গিয়া গেল।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে সমস্ত উড়াইয়া দিয়া, সে আবার পথ চলিল। কতজনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার ভাই কোন দালানে থাকে বল্‌তে পারেন ? খুব উঁচু শ্রেণীতে পড়ে, নাম বিভু, আমার ভাই হয়।"

লোকটা ক্ষেপিয়াছে মনে করিয়া তাহারা চোখ তুলিয়া চাহিল না, যে যার পথে নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

ছলছল চোখে দুপাশ চাহিতে চাহিতে চণ্ডীচরণ সমুখে চলিল,—দীর্ঘশ্বাসে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—"ওরে কাছে আয়, কাছে আয়, "এই যে এই যে বিভু, ভাই !"

বিভূতিভূষণ একটা সুরম্য অট্টালিকা হইতে বাহির হইতেই চণ্ডীচরণ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"এই যে এই যে বিভু, ভাই ?"

বিভূতি নিঃশব্দে হাত খানা ছিনাইয়া লইল ; ভাঙ্গা হাতে চণ্ডীচরণ বড় ব্যথা পাইল কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিল—"কেমন আছিস্ বিভু, পরীক্ষা পাশ করা হ'য়ে গ্যাছে তোর, কোথায় থাকিস্ তুই, এই দালানে ?"

বিভূতি তথাপি নীরব। সমুখের সোপানে—কয়জন সালঙ্কারা সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চণ্ডীচরণের ভাই সম্বোধনে লজ্জায়

ঘৃণায় বিভূতি এতটুকু হইয়া গেল ; মাথে পাগ্‌ড়ি, হাতে লাঠি; গায়ে কিছু নাই, পায়ে কিছু নাই, পরণে আটহেতে মোটা কাপড়,—ছি ছি ছি ; ভাই বলিয়া প্রকাশ পাইলে লজ্জায় যে তাহার মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না।

জোর দিয়া চণ্ডীচরণ বলিল,—"আমার সাথে বাড়ী যাবিতো ভাই, গায়ের লোক তোর পথ চেয়ে।"

'তুই' সম্বোধন শুনিয়া বিভূতির মুখে চোখে একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল ; তাচ্ছিল্যভরে কহিল,—"তুমি যাও, আমি এখন যাবনা ; পরীক্ষা পাশ করে যাব।"

এই সময় একজন রমণী বলিল,—"বিভূতি বাবু, এ আপনার কে হয় ?"

বিভূতি বড় ফ্যাসাদে পড়িল ; কেমন করিয়া এই ছোট লোকের মত দেখ্‌তে লোকটাকে 'দাদা' বলিয়া পরিচয় দিবে ? সে আমতা আমতা করিয়া বলিল,—"তা ও আমার, তা বড় একটা" মুহূর্ত্তে চণ্ডীচরণের প্রাণে কে যেন বিভূতির প্রাণের কথাটুকু কহিয়া গেল, মুহূর্ত্তে সে সকল বুঝিয়া লইয়া বলিল,—"ওর আমি কিছু হইনি মা, দুজনার এক গায়ে বাস, তাই মা চিনা পরিচয়।"

বিভূতিভূষণ আর কিছু না বলিয়া হন হন করিয়া উত্তর মুখো চলিল ; চণ্ডীচরণ কাঁদিয়া ডাকিল, —"বিভু, অ বিভু,"

এই আকুল স্বর বিভূতির কাণে গেল কিন্তু প্রাণে গেল না ; একবারও ফিরিয়া চাহিল না যে দাদা তাহার কি করিতেছে।

চণ্ডীচরণ চোখ ভরা জল লইয়া ভাইএর দিকে চাহিয়া রহিল; অদৃশ্য হইয়া গেলেও শূন্য পথের পানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; তারপর চোখ মুছিয়া যেই পথে আসিয়াছিল, সেই পথে চলিল।

চলিতে পারিতেছিল না, মাথা ঘুরিতেছিল, একটা মাতালের মত টলিতে টলিতে চলিল। এ পর্য্যন্ত জলটুকু মুখে দেয় নাই, এখন বড় ক্ষুধা বোধ হইল; দুই পয়সার মুড়ি কিনিতে সে এক দোকানে গেল, দোকানদার তাহার রকম দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

সহজ শান্ত স্বরে চণ্ডীচরণ বলিল,—"আমি বিভুর দাদা, নাম চণ্ডা, বিভুকে চেন না? সে ঐ ঐ যে দেখা যায়—ঐখানে থাকে, বড় ইস্কুলে পড়ে, আমার ভাই হয়।"

লোকটার অল্প-বিস্তর পাগলামির ছিট্ আছে দেখিয়া দোকানদারের বড় দয়া হইল, মুড়ি দিয়া বলিল,—"তোমার পয়সা লাগিবে না।"

উঁচু গলায় চণ্ডীচরণ বলিল,—"কেন লাগবে না, আমার কাছে যে পয়সা আছে।"

ট্যাঁক হইতে বাহির করিয়া তাহার সমুখে পয়সা দুইটি ফেলিয়া দিল।

দোকানদার বলিল,—"ঐ এক পাশে বসে খাও!"

মুড়ি খাওয়া শেষ হইলে আধঘটি জলে পিপাসার নিবৃত্তি করিয়া সে আবার পথ চলিল।

পথের লোককে চমকাইয়া দিয়া পথ চলিতে চলিতে চণ্ডীচরণ গলা ছাড়িয়া গায়িতে লাগিল,—

গৌর বিনে এ সংসারে কি আছে আর আপনার।
গৌর করম গৌর ধরম গৌর প্রাণ আমার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকে লইয়া চণ্ডীচরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। গা ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া তাহাদের ছোট্ট উঠানটি ভরিয়া ফেলিল।

চণ্ডীচরণ আপনিই বলিতে লাগিল—"বিভু আসে নাই, পরীক্ষা পাশ হ'লে ফিরে আস্‌বে নিশ্চয় আস্‌বে, সে বলেছে।"

হায়, চণ্ডীচরণ জানে না বিভূতি যে প্রতি মুহূর্ত্তেই পরীক্ষায় ফেল হইতেছে !!

পার্শ্ব হইতে কে উদাস কণ্ঠে বলিল,—"আর এসেছে"।

চণ্ডীচরণ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"নিশ্চয় আস্‌বে ; সে বলেছে সে আস্‌বে। বিভু আমার কোন দিন মিথ্যে বলেনি, আস্‌বে সে নিশ্চয়।'

চণ্ডীচরণের মনটা যখনই দমিয়া আসে, তখনই সে জোর করিয়া বলে,—"বিভু চুরি চামারি করতে পারে, মিথ্যে বল্‌তে পারে না ; সে আস্‌বে নিশ্চয়।

কিন্তু চারিদিকে খোল করতাল বাজিলে মানুষ কতক্ষণ মনটা ঠিক রাখিতে পারে? নানা লোকের নানা কথায় তাহার শরীরটা আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

জমি জমা কিছু নাই, ভাইএর জন্য হাসিমুখে ফকির সাজিয়াছে,—ভাবিয়াছে, ও আর কত সম্পত্তি, বিভুর একমাসের রোজগারও ত হইবে না; মনে মনে কত কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে বাড়ীটা কোন মুখো করিবে, কোন ভিটায় টিনের ঘর উঠাইবে—কিন্তু হায় আজ আশার বেণী নিরাশার-জলধির অতলতলে ডুবিয়া যাইতেছে !!

তিনটা ঘরের মধ্যে দুইটা ঘর সে বেচিয়া ফেলিল, নৈলে যে আর চলেনা; কাপড় বুনিয়া আর কত টাকা আয় হয়? বিশেষতঃ আগের মত পরিশ্রম আর এখন সে করিতে পারে না, হাপাইয়া পড়ে।

* * * * * *

দারুণ চৈত্রমাস আসিয়াছে, বুকে করিয়া আনিয়াছে আবার সেই মাহামারি। কিন্তু এবার সেবারের চেয়েও ভীষণ; পিতা পুত্রকে দাহ করিয়া বাড়ীতে পা দিতেই শুনে কন্যার ঊর্দ্ধশ্বাস উঠিয়াছে; স্ত্রী স্বামীর মুখে গঙ্গাজল দিতেই শুনে শিশু পুত্রের ভেদ বমি আরম্ভ হইয়াছে !!

হরির লোটের প্রসাদের জন্য ছেলেরা যেমন চারিদিকে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, ক্ষুধার্ত্ত যমকিঙ্করেরাও যেন তেমি ভাবে বাড়ীর চারি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া "দেহি দেহি" বলিতেছে।

এবার সেবারের মত হরিধ্বনি উত্থিত হইয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয় না, শুধু দুটো মুখের হরিধ্বনি মুমূর্ষুর কণ্ঠের মতই অস্ফুটে বেজে উঠে।

এম্নিভাবে প্রতিদিন অসংখ্য লোক অকালে কালের গহ্বরে ঝরিয়া পড়িতেছে। হাতুড়ে কবিরাজ শ্রীরাম বদ্যি দুইদিনে দশ গণ্ডা জমি করিয়াছে, এক জোড় চটি আর একটা পাশ বালিশ করিয়াছে, স্ত্রীর পারসী মাকড়ির ফরমায়েস দিয়াছে, মেয়ের বেনারসীর জন্য বেনারসে পত্র লিখিয়াছে, ছেলের পড়ার বছরকার মাহিনা পণ্ডিত মশাইকে কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়াছে। কিন্তু আর চলিল না, সরকার হইতে দুইজন পাশ করা ডাক্তার আসিয়া পড়িল।

চণ্ডীচরণের দেহের শক্তি কমিয়াছে বটে কিন্তু প্রাণের শক্তি একটুকুও কমে নাই। এই মাত্র সে এক সদ্য বিধবার শিশু-পুত্রকে মাটি চাপা দিয়া বাড়ীতে পা দিয়াছে, আবার ওপাড়ায় ডাক পড়িতেই ছুটিয়া চলিল।

আজ আর চণ্ডীচরণকে কেহই ঘৃণা করে না, হাত ধরিয়া সকলেই টানিয়া নেয়! অভয় দিতে—সান্ত্বনা দিতে সে এখন একাই যে একশত। সে সঙ্গে না থাকিলে দশজনও মরা লইয়া শ্মশানে যাইতে সাহস করে না; বামুনের মরা সে যেমন উৎসাহভরে শ্মশান ঘাটে বহিয়া নেয়, চণ্ডালের মরাও তেম্নি উৎসাহে বহিয়া নেয়। কেহ আজ তাহাকে নিষেধ করে না, ছোট লোক বলিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দেয় না।

মরিলে বামুন চণ্ডাল সবই যে সমান ; পাখী থাকিলে এটা টিয়ার খাঁচা, ওটা শালিকের খাঁচা, পাখী উড়িয়া গেলে শুধুই খাঁচা !! কোনটা কার তার নিশানা কই ?

আজ সাম্যের স্রোতে অসাম্য ভাসিয়া চলিয়াছে, একে দুই মিশিয়াছে, ঘৃণা ভালবাসার বুকে সমাধি লাভ করিয়াছে !!!

চণ্ডীচরণ শ্মশানে ঈশানের মত সারা গায়ে নির্ভীকতার বিভূতি মাখিয়া সারাগায়ে ঘুরিয়া বেড়ায় ; কাহারো চৈতন্য চিরতরে চেতনা হারাইলে, শ্মশান ঘাটে বহিয়া নিয়া আগুন জ্বালাইয়া দেয়। শবদেহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলে, চণ্ডীচরণ বৈরাগ্যের বেদীতে বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া আপনার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া প্রাণ খুলিয়া গান গায়।

গৌর বিনে এ সংসারে কি আছে আর আপনার
গৌর করম গৌর ধরম গৌর প্রাণ আমার ॥

গানের তানে শ্মশান ভাসিয়া যায়, চণ্ডীচরণের মনে হয় অন্তরের অন্তরে বসিয়া কে যেন মৃদঙ্গ বাজায়! সে জগৎ ভুলিয়া আপন ভুলিয়া গান গায়,—

"গৌর বিনে এ সংসারে—

অহং জ্ঞানের পরিণাম বুকে লইয়া চিতার আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলে, দুনিয়াবাসীর চোখের সমুখে দুনিয়ার বিরাট বুকে নশ্বরতার চিত্র টানিয়া দেয়! চণ্ডীচরণ চোখ বুজিয়া সকল দেখিয়া লয়,— নিজের মধ্যে নিজকে সমাধি দেয়, দীর্ঘশ্বাস—তাহার গাহিয়া উঠে,— "গৌর বিনে এ সংসারে—শাখে বসিয়া পাখী তান ধরে"—

৬—

"গৌর বিনে এ সংসারে—দুরন্ত বাতাস শো। শো। করিয়া গাহিয়া যায়,—

"গৌর বিনে এ সংসারে—নীরবে শ্মশান গায়, বুক দেখাইয়া অমানুষিক ভাষায় জ্বলন্ত অনল গায়,—"গৌর বিনে এ সংসারে—বিষাণ বাজাইয়া ঈশান গায়, ডুম্বুরা বাজাইয়া প্রাণের পাগল গায়, অবিরাগ বিরাগের পায়ে লোটাইয়া গায়,—" গৌর বিনে এ সংসারে চৈতন্য চেতনা হারাইয়া গায় ঃ—

"গৌর বিনে এ সংসারে কি আছে আর আপনার
গৌর করম গৌর ধরম গৌর প্রাণ আমার ॥"

কেষ্টা কৈবর্ত্তকে দাহ করিয়া আসিবার পর চণ্ডীচরণের দুইবার দাস্ত হইল, কিন্তু কমলা এখনও টের পাইল না। চণ্ডীচরণ ধীরে ধীরে যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুম আসিল না, উদ্বেগের মধ্যে পড়িয়া ঘন ঘন এ পাশ ওপাশ করিতে লাগিল।

"চণ্ডু! চণ্ডু!"

ডাক শুনিয়া চণ্ডীচরণ ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল।

"চণ্ডু! চণ্ডু!"

"কে, দাঠাকুর?",

বিশু ঠাকুর ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"বাবারে শীগ্যির আয়, হিমু বুঝি চোখ বুঁজে।"

শরীরে অবসাদ আসিয়াছিল তবুও চণ্ডীচরণ ধীরে ধীরে উঠিয়া শিয়র হইতে গামছাখানা লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

মুমূর্ষু হেমেন্দ্রের বিছানার পাশে মাত্র দুইটি লোক বসিয়া

ছিল,—এক তাহার মা, অপর তাহার খুড়া। চণ্ডীচরণ বিছানার একপাশে বসিলে, খুড়া চলিয়া গেল।

রাত দুইটা বাজিয়াছে; এর মধ্যে চণ্ডীচরণের পাঁচ সাতবার দাস্ত ও তিন চারবার বমি হইয়াছে আর বুঝি বাহিরে যাইবারও তাহার শক্তি নাই।

বিদায় লইয়া, শুধু মুহূর্ত্তের তরে নয়, চিরতরে বিদায় লইয়া বিশু ঠাকুরের পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া চণ্ডীচরণ মৃত্যুকে বরণ করিতে বাড়ী চলিল।

কমলা হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া চণ্ডীচরণ ইঙ্গিতে ডাকিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল,—' কমলা কেঁদ না, চণ্ডীর কাছে চেয়ে মা আমায় এনেছিলেন, আমি আজ আবার সেই চণ্ডীর কাছেই চল্‌লাম। যাবার সময় এক বড় দুঃখ রইল বিভুকে শিয়রে পেলেম না; কিন্তু সে আস্‌বে কমলা, নিশ্চয় আসবে, সে বলেছে সে আস্‌বে, কিন্তু আমায় আর খুঁজে পাইবে না।"

রাতের শেষটুকু চলিয়া গেল, দিন চলিয়া গেল, আবার রাত আসিল। যতবার চণ্ডীচরণ চোখ মেলিয়া চাহিল ততবারই দেখিতে পাইল মাথার কাছে বসিয়া টুকু বাতাস করিতেছে; চণ্ডীচরণের ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছিল, কথা বলিতে কষ্ট হইতেছিল,—তথাপি অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—এ জীবনেতো আর বলিতে পাইবে না তাই অসহ যন্ত্রণা সহিয়াও কহিতে লাগিল—"না কমলা, সত্যি সে আসবে, মিথ্যে বল্‌তে তো শিখেনি কখন; আস্‌বে সে নিশ্চয়;

এলে তা'কে বলো যাবার সময় তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে—না না তা বলো না কমলা, তা হ'লে সে দুঃখ করবে—শুধু বলো, "তোমার দাদা যাবার কালে তোমায় আশিস্‌ করে গ্যাছে।"

কমলা আঁচল দিয়া চোখ মুছিল; চণ্ডীচরণ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল ; তারপর আবার ধীরে ধীরে চোখ মেলিল কিন্তু চেষ্টা করিয়াও কথা কহিতে পারিল না।

চণ্ডীচরণ বুঝিল তাহার শেষ হইয়া আসিয়াছে; বিদায় মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী,—তল্পিতল্পা ছুড়িয়া ফেলিয়া এখনি যাত্রা করিতে হইবে ; তাই অতি কষ্টে ধীরে বলিল,—"বাবা টুকু, এইবেলা একবার শুনিয়ে দেরে সে গানটি,—"গৌর বিনে এ সংসারে"—

টুকু গাহিল, প্রাণ ঢালিয়া গাহিল,—"গৌরবিনে এ সংসারে—"

ইষ্টমন্ত্র অস্ফুটে জপ করিতে হয়, এ গানটিও আজ মুমূর্ষু চণ্ডীচরণের কাণে ইষ্টমন্ত্রের মত বাজিল—সেও যেন অস্ফুটে গায়িতে লাগিল—"গৌর বিনে এ সংসারে"—

শুনিতে শুনিতে গাহিতে গাহিতে চণ্ডীচরণ গানের মধ্যে আপন হারাইল, চিরতরে তন্ময়তা লাভ করিল। চাহিয়া রহিল অনন্ত নীলাকাশ-পানে দৃষ্টিহীন অপলক চোখে,—পারদ পাংশু ঠোঁট দুটি যেন তবুও রহিয়া রহিয়া গায়িতে লাগিল,—"গৌর বিনে এ সংসারে"—

সকলেই অতি মাত্রায় বিস্মিত হইল হেমেন্দ্রের মৃত্যুতে বিশু ঠাকুরের চোখ দিয়া এক ফোটা জল গলিল না দেখিয়া বিশু ঠাকুর পুত্রের মাথাটা কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন—

ধীরে ধীরে চোখ বুজিল পিতা একটুকুও কাঁদিলেন না, ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে শিবশম্ভুব মত বসিয়া রহিলেন।

বাহকগণ সসঙ্কোচে পাশে আসিয়া দাঁড়াইলে তিনি ধীরচিত্তে হেমেন্দ্রকে তাহাদের হাতে তুলিয়া দিলেন, চেঁচাইলেন না, সংযত কণ্ঠে বলিলেন,—"যা নিয়ে যা শ্মাশান ঘাটে, আজ আমি এতটুকু কাঁদব না,—কাঁদবার দিন আজ নয়; দুঃখ কিসের? সে যে আমার ঘরে থাকতে এসেছিল না—সে শুধু এসেছিল আমার জাত্যভিমান চূর্ণ ক'রে দিতে। ছোট লোককে আমি চিরদিন ঘৃণা করতেম, কোন দিন ভুলেও তাদের ছায়া মাড়াতেম না, কিন্তু শেষ বয়সে তা পারিনি; সে সেই অহঙ্কার আমার চূর্ণ ক'রে দিয়েছিল। সারাদিন সে ছোট লোকদের বাড়ীতে থাকত—তাদের সাথে খেলা করত,—আমি রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে বকে বকে হার মানতেম, কিছুতেই সে আসত না, বাধ্য হ'য়ে আমার সেই ছোট লোকদের বাড়ীতে যেতে হতো; তেমনিভাবে আমার এ জাত্যভিমান চূর্ণ ক'রে দিয়ে সে আজ চলে গেল। একখণ্ড আশীর্ব্বাদের মত নেমে এসেছিল সে, আবার ধীরে চলে গেল। আক্ষেপ করবার মত তো এতে কিছুই নেই।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ চলিয়া গেল, আষাঢ় আসিল, এই আষাঢ় চলিয়া গেল, আর এক আষাঢ় আসিল। আকাশের বুকে যেমন পুঞ্জীকৃত মেঘ, বিভূতিভূষণের বুকেও আজ পাপরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়াছে; তাই তাহার বুকখানি অনুক্ষণ ঘন গুরু গর্জ্জনে কম্পিত হইতেছে; চোখ দিয়া অহর্নিশ ঝরণার মত ঝর ঝর করিয়া অঝোরে অশ্রু ঝরিতেছে!

পাপের শাস্তি ইহ জীবনেও অল্পবিস্তর হইয়া যায়—সেই শাস্তি আজ তাহার সুরু হইয়াছে; সে আজ দুই মাস যাবৎ বাতব্যাধিতে চলচ্ছক্তিহীন। যেই মদকে একদিন সে অমৃত বলিয়া বুঝিয়াছিল, সেই মদ আজ তাহার কাছে বিষের মত বোধ হইতে লাগিল। অসময়ে সে আজ বুঝিল মদ এমন এক প্রকার বিষ, যাহা—খাইলে মানুষ সহজে মরেও না বাঁচেও না—বাঁচা মরার মাঝখানে পড়িয়া থাকে; একদিক ধরিয়া টানে যমকিঙ্করেরা, আর একদিক ধরিয়া টানে পরমায়ু!

সুহাসিনী, বেশ্যা; বেশ্যা হলেও নারী। নারীহৃদয়ের কোমলতা এখনো ধুইয়া মুছিয়া যায় নাই—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অন্তরের ভিতর দিয়াই ধীরে ধীরে নিঃশব্দে বহিতেছে। বিভূতিভূষণ হইতে সে অনেক টাকা খাইয়াছিল, সেই টাকার খাতিরে নয়——অনেক দিনের আসা যাওয়ার আলাপ ব্যবহারে যে কতটুকু মায়ামমতা জন্মিয়াছিল সেইটুকুর খাতিরে শুধু স্নে

এই অসময়ে বিভূতিকে যত্ন আত্তির করিতে লাগিল; অন্ততঃ তৃষ্ণার সময় জলটা, ক্ষুধার সময় ফলটা, তাহার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল।

তখন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল; আকাশে মেঘে মেঘে যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল, প্রতি সংঘর্ষণে বিদ্যুত জ্বলিয়া উঠিতেছিল, গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে আকাশ ফাটাইয়া দিতেছিল! বিদ্যুতের ভ্রুকুটিতে, মেঘের সুগম্ভীর নিনাদে, ভয়ে সারা সহর-খানি তখন কাঁপিতেছিল।

একটা আলো ছায়াময় নোংরা কোঠার মলিন শয্যায় শুইয়া বিভূতিভূষণ আজ কত কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিল জীবনের সেই অশুভ মুহূর্ত্তটী, যেই মুহূর্ত্তটিতে সে দাদার কথাকে ফাকা আওয়াজ বলিয়া উড়াইয়া দিতে সর্ব্বপ্রথম শিখিয়াছিল আজ হৃদয় দিয়া অনুভব করিল সেত ফাকা আওয়াজ নয় সেই ভীম গর্জ্জনের মধ্যেও যে একটা করুণ ডাক লুকানো আছে! সেই ফাকা আওয়াজের মধ্যে সে আজ কত কি খুঁজিয়া পাইল; দাদার সেই কর্কশ কণ্ঠের ভিতর আজ সে বীণার মুখে বেহাগ রাগিণীতে কত করুণ গান শুনিতে পাইল।

দাদা তাহার এখানে নাই, তবু যেন তাহার কণ্ঠ সুমধুরে তাহার কাণের কাছে বাজিতে লাগিল। সাগরের ঢেউ দেখিয়া মনে করিয়াছিল বুঝি শুধু ঢেউ ঢেউএর পরে ঢেউ-ঢেউএর পরে ঢেউ শুধু ঢেউ অফুরন্ত ঢেউ—নীচে, অনেক নীচে যে অসংখ্য মণিমাণিক্য ঝক ঝক করিয়া জ্বলিতেছে, আজ সে তাহা টের

পাইল ; আজ সে বেশ করিয়া বুঝিল সূর্য্যের বুকে শুধু তপ্ততা নয়——আলোকও আছে !

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল দাদার কলিকাতা আসার কথা। 'হায়, না জানি দাদা কত কষ্ট পাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, আবার সেই কষ্টকেই বুকে করিয়া চলিয়া গেলেন ! একবারও আমি তায় দাদা বলে ডাকলেম না ; তিনি আকুল হ'য়ে আমায় ভাই ব'লে ডেকে হাত ধরেছিলেন——এম্নি আমি, ঘেন্নায় তা সরিয়ে দিলাম। তিনি উচ্চকণ্ঠে 'বিভু বিভু' বলে ডাক্‌লেন, আমি মুখ ফিরিয়েও চাইলেম না ! তিন বছর আগে একবার বাড়ীতে গিয়েছিলাম, তিনি অস্থির হ'য়ে উঠেছিলেন আমাকে কি দিয়ে খাওয়াবেন——আর আমি সেদিন তার শুষ্ক মলিন মুখ দেখেও একটু মুখের কথা বল্‌লেম না ! সমুখে হৃদয় তিনি খুলে দিয়েছিলেন বিদ্যার গৌরব রাখি আমি——চোখের সমুখে পেয়েও বুকের সেই সরল লেখাটুকু বুঝতে পারলেম না।

বিভূতির দুচোখের দুই কোণ্ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। চোখের জলে বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল, তবু সে মুছিল না। দাদার কাছে যাইবার জন্য সে আজ বড় ব্যাকুল হইল. দাদার জন্য আজ তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল ; সে জোর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না——জরাগ্রস্ত দেহখানি ঢলিয়া যথাস্থানে পড়িয়া গেল ; চোখের পাতা সাঁজের পদ্ম পাপ্‌ড়ির মত ধীরে ধীরে আপনি মুদিয়া আসিল, সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পরক্ষণেই বীণার মুখে পূরবীর মত একটা সুচিক্কণ করুণকণ্ঠ তাহার কাণে ভাসিয়া আসিল। চোখ সে খুলিল না, তেম্নিভাবে থাকিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

প্রায়শ্চিত্ত সুরু হইবার পর থেকে বেশ্যার কণ্ঠ তাহার কাণে বিষের মত ঠেকিত, আজ বড়ই মধুর লাগিল ; সে ভাবিল এওতো ফাকা আওয়াজ নয়—"প্রতি মূর্চ্ছনায় এর প্রাণের আকুলতা লুকানো আছে।"

হঠাৎ কাহার মৃদু পদ শব্দে সে চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, দেখিল—সুন্দর ভূষিতা সুন্দরী সুহাসিনী তাহার সুন্দর ঠোঁট দুটিতে সুন্দর হাসি মাখিয়া সুধীরে শয্যার দিকে আসিতেছে !! তাহার সুন্দর সিঁথি সিন্দুর শোভিত, সুচিক্কণ কৃষ্ণকেশ সুসংবদ্ধ ; পরিধানে তাহার সুদর্শন শাড়ী, সুগোল করে তাহার স্বর্ণ বাঁধানো শঙ্খ ! এ সংসারের যেন কেহ নয় এ—এ যেন স্বর্গের শচী !!

"ধীরে, ধীরে, সুহাসিনী ! অতি ধীরে আমার কাছে এস ; তোমাতে তো ভয়ের কিছু নেই, ঘৃণার কিছু নেই—তুমি যে সচ্চিদানন্দ ! আমরা খুঁজতে জানি না, গভীর জলে সেঁধোতে জানি না—তাই মনে করি এ সাগরে মাণিক্য নাই,—এই উপর ভাসা ফেণ রাশিই বুঝি তার যা কিছু সমস্ত। বহুদিন পর আজ চোখের খিল্ খুলে গেছে—আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি তোমার অপরূপ রূপ ! এস, এস, সৌন্দর্য্যের রাণি ! এস মহিমাময়ী ললনা ! বহুবার নৃত্য করেছ—এই বুকের ভিতর এসে আর একবার নৃত্য

কর ; কালীদহের কালীয় দমনের মত এক এক পদ ক্ষেপে আমার ষড়রিপুর সংহার ক'রে দাও !!

ধীরে ধীরে সুহাসিনী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল ; মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিল,—"এখন কিছু খাবে ?"

করুণ চাহনিতে চাহিয়া থাকিয়া বিভূতি জবাব দিল—"না ; বসো।"

বিভূতির এক পাশে সুহাসিনা ধীরে ধীরে বসিল, বিভূতি স্নিগ্ধ চাহনিতে চাহিয়া রহিল ;—"না এওতো ফাকা আওয়াজ নয়, আগে ভাবতেম, 'বেশ্যা বুঝি একটা ফাকা আওয়াজের মতই ; বাহিরে যত জাকজমক সাজ সজ্জা, ভিতরে তার কিছুই নেই—শুধুই ফাকা।' এর ভিতরওতো দয়ামায়ায় ভরে আছে—এতটুকু তার খালি নেই।

আকাশে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, বিভূতি ভাবিল,—"এওতো ফাকা আওয়াজ নয়—এর ভিতরওত্রে গম্ভীরতা লুকানো আছে ; অমানুষিক ভাষায় ধ্বনিত হচ্ছে,—"ওরে পথিক, এমন ক'রে ঘুরিস্‌নে পথে—ঘরে যা ঘরে যা !"

দাদার ফাকা আওয়াজেও ত এ উপদেশ লুকানো ছিল,—"ওরে বিভো ! এমন ক'রে ঘুরিস্‌নে ওদের সাথে—সত্বর ঘরে যা ঘরে যা !!"

কিছুদিন পরে কিছুটা সুস্থ হইলে সে একদিন বিদায় লইয়া দাদার কাছে চলিল। চৌকাঠের ওদিকে পা দিয়াই চমকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—মনে পড়িল,—এই ত সেই স্থান—যেই স্থানে

দাঁড়াইয়া দাদা আমার হাত খানি ধরিয়া আকুল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"বিভু, ভাই, পরীক্ষা পাশ করা হ'য়ে গ্যাছে তোর ?"

"হায় দাদা, জান না তুমি, আমি যে পরীক্ষায় প্রতিপদে ফেল হচ্ছি। তুমি আমায় ডেকেছিলে, 'আয় ভাই ঘরে আয়,' তখন এই আকুল আহ্বানেও যাই নাই—**আজ সকল হারিয়ে সকল পেতে তোমার কোলে যাচ্ছি !!** পরীক্ষা পাশের যেমন একটা পুরস্কার আছে, ফেলেরও একটা আছে ; তখনো যে আমার পুরস্কার নেওয়া হয়নি—আজ এই জরাব্যাধি পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছি।

ঝর ঝর করিয়া তাহার কোটরাগত চক্ষু দুইটি হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল, ছেড়া চাদরের ছেড়া আঁচলটুকু দিয়া বার বার মুছিতে লাগিল। সে সকল লইয়া আসিয়াছিল, আজ সকল হারাইয়া ফকির হইয়া ঘরে ফিরিতেছে।

শরীরে তাহার এতটুকু সামর্থ্য ছিল না ; দুই পা হাঁটিয়াই রাস্তার মাঝে বসিয়া পড়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার উঠে, আবার পথ চলে, আবার বসিয়া পড়ে।

যে হাসিটুকু মুখে লইয়া, যে উৎসাহটুকু বুকে লইয়া সে এখানে আসিয়াছিল, আজ তাহা নাই ; দস্যুর কবলে পড়িয়া আজ সে হৃতসর্ব্বস্ব।

আজ তাহার ঠোঁট দুটি শুষ্ক নির্জ্জীব, মুখের উপর পাণ্ডুর

ছায়া, চোখের কোণে গভীর কালিমা, বুকে ব্যথার উত্তাল তরঙ্গ। যৌবনের সেই মনোহর লাবণ্য, দেহের সেই চল চল কান্তি সেই তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ—কে যেন চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। এ যেন একটা মন্ত্র চালিত শবদেহ!

ঠিকা গাড়ীর ঘড়র ঘড়র শব্দ তাহার কাণে কোনদিন ভাল লাগিত না; আজ তাহাও ভাল লাগিল;—ভাবিল, "এওতো "ফাকা আওয়াজ' নয়—এই ঘড়র ঘড়র শব্দের মধ্যে যে ঘোড়ার উৎসাহটুকু লুকানো আছে; এর ভিতর হতে যেন ধ্বনিত হচ্ছে—"ওরে কে যাবি কোথায়, ছুটে আয় ছুটে আয়, দাদার ফাকা আওয়াজে তো তার প্রাণের ডাক মিশানো ছিল,—"দূরে সরে যাস্‌নে ওরে, কাছে আয় কাছে আয়!!"

ষ্টেশনে আসিয়া যথাসময়ে সে গাড়ী চাপিয়া বসিল। ফোস্ ফোস্ শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া গাড়ী ছুটিল, বিভূতি ভাবিল,—'এওতো ফাকা আওয়াজ নয়, এর ভিতর হ'তে ধ্বনিত হচ্ছে—"ওরে কে আছিস্ সমুখে দাঁড়িয়ে সরে যা সরে যা," দাদার ফাকা আওয়াজে ওতো ধ্বনিত হ'ত,—"ওরে—কে আছিস্ দাঁড়িয়ে স্রোতের মুখে, সরে যা সরে যা।'

গাড়ী চলিল, চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া বিভূতিভূষণ মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবিল,—'এই যে বিস্তৃত বিরাট মাঠ এওতো ফাকা নয় বুক তার বায়ুতে ভরা; ঐ যে অসীম নীলাকাশ, এওতো ফাকা নয়—বুকে তার ভেসে বেড়াচ্ছে অনন্ত

শব্দ তরঙ্গ ; ঐ যে পাখী ডেকে উঠ্‌ল—এওত ফাকা আওয়াজ নয়—তার মাঝে তার-প্রাণের কথা লুকানো !"

* * * *

"দাদা !"

গভীর রজনী, সূচীভেদ্য অন্ধকার, স্তব্ধ গ্রাম, সুপ্ত প্রাণী ; ঝাউ গাছে বসিয়া পাতার আড়ালে লুকাইয়া মাত্র একটা চাতক পাখী রহিয়া রহিয়া তৃষিতকণ্ঠে ডাকিতেছিল,—'জল'—আর একটা পাখী দূরে—অতি দূরে থাকিয়া মধুর কণ্ঠে জবাব দিতেছিল মানুষের দুর্ব্বোধ্য ভাষায়। ঐ অন্ধকারে উঠানে দাঁড়াইয়া বিভূতিভূষণ সেই চাতক পাখীটির মতই তৃষিত কণ্ঠে ডাকিল,—"দাদা !"

আকুল প্রাণের ব্যাকুল ডাক লাঞ্ছিত গঞ্জিত ভিখারীর মত দুয়ার হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল,—অন্ধকারে অন্ধকারে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। অনাদৃত শিশুর মত বিভূতিভূষণ কাঁদিয়া ফেলিল,—কম্পিতকণ্ঠে আবার ডাকিল,—"দাদা, দুয়ার খোল।"

মুহূর্ত্তে কবাট দুটি দুইদিকে সরিয়া গেল। "বৌদি, দাদা কই ?"

দুয়ার খুলিয়া দিয়াই কমলা শুইয়া পড়িয়াছিল,—চণ্ডীচরণকে বিছানায় দেখিতে না পাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বিভূতি কহিল,—"বৌদি, দাদা কই ?"

কমলা নীরব নিস্তব্ধ।

"বৌদি, বৌদি, একি! কথা কচ্ছনা কেন? সেদিন আমি অভিমান করেছিলেম, তাই আজ তুমি অভিমান করলে? আমি শোধরায়েছি বৌদি, ঘেন্না করোনা, কথা কও,--বল, দাদা কোথায়? আমি তার পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষে ক'রে নেব।"

তথাপি কমলা নির্ব্বাক; বিভূতি তাহার-মাথা ধরিয়া মুখ ফিরাইতে চাহিল, দেখিল কমলা বাহ্যজ্ঞানরহিতা!

মুহূর্ত্তে তাহার নজর পড়িল কমলার হাতের দিকে!! ভীষণ চীৎকার করিয়া বিভূতি পড়িয়া গেল,—"দাদা, দাদা!"

* * * * *

"দেবর! দাদা যে তোমার অনেক দিন রওনা হ'য়ে গ্যাছে? যাবার সময় তোমায় কতবার ডেকেছে, কই, তুমিতো এলেনা!"

"দাদা! তুমি আমায় ডেকেছিলে, আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম,—তাই বুঝি আজ তুমি এত ডাকেও সাড়া দিচ্ছনা, মুখ ফিরিয়ে রয়েছ!! বল বল বৌদি, যাবার সময় কোনখানে পড়ে দাদা আমায় ডেকেছে, সেইখানে প'ড়ে আমিও তার ডাক্‌ব।"

কমলা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,-"ঐ খানে!" মুহূর্ত্তে উঠিয়া গিয়া বিভূতিভূষণ ধরাস করিয়া সেইস্থানে পড়িল, মাটিতে বুক মিশাইয়া মাত্র দুইবার ডাকিল—"দাদা গো, ও দাদা"—আরে—পারিল না, চৈতন্য তাহার চেতনা হারাইল!!

"হায় বিভূতি, দাদার ডাক না শু'নে কি বিভুতিই না মেখে

ওরে পাগ্লি ! মাটীর মায়া কাটিয়ে চলে গ্যাছে দাদা তোর, ছায়া তার মিশে গ্যাছে ছায়ার সনে, কায়া তার চ'লে গ্যাছে পাঁচের ঘরে, সমীরণে মিশে গ্যাছে শেষের নিশ্বাস। কোথা খুঁজে পাবি তুই ? ছবি যে তার নাইরে এ পুঁথির পাতায়, লেখা আছে শুধু তার প্রাণের গাওয়া বেহাগের গান ! চোখের জলে আশিসের চিঠি লিখে, ফেলে দিয়ে উদ্দেশ্যের ডাকঘরে, ছুটে গ্যাছে সে দরদার ডাকে দরদীর কোলে মরমের জ্বালা জুড়োতে !!!"

সমাপ্ত।